প্রকৃতি-পরিবেশ (লাউদাতো সি) বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩২ ❖ ৬ - ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সৃষ্টি উদযাপন কাল: ১ সেপ্টেম্বর-৪ অক্টোবর

‘প্রকৃতি-পরিবেশ (‘লাউদাতো সি’ : Laudato Si) বর্ষ’ উপলক্ষে
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পালকীয় পত্র

পৃথিবীর সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যত্ন

বিশ্ব প্রকৃতির জীববৈচিত্র্য নিয়ে ভাবার সময় এখনই

চির বিদায়ের ২য় বর্ষ

মন বলে তুমি রয়েছ যে কাছে
আঁখি বলে রয়েছ কত দূরে

স্বর্গীয় সুবল গমেজ
গ্রাম-লুদরিয়া
নাগরী ধর্মপল্লী
প্রস্থান-০৩/০৯/২০১৮

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেলো তোমার চির বিদায়ের দুটি বছর। ভব নদী পাড়ি দিয়ে তুমি কেমন আছ মাটির গভীর ঘরে? তোমার এ শূন্যতা এবং তোমার অভাব আমাদের বড় কাঁদায়। কি অন্যায় করেছিলাম আমি তোমার কাছে? গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তুমি অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে বাসে হঠাৎ স্ট্রোক করে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে না ফেরার দেশে। এ তোমার কেমন যাওয়া? যদি একটি বার ফিরে আসতে! তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না, পারবও না কোনদিন যে কয়দিন এ ভুবনে রয়েছি। আপনজন হারানোর এক রাশ কষ্ট বুকে নিয়ে কোন রকম দিন যাপন করছি। তুমি আমাদের রুমের দেয়ালে ছবির ফ্রেমে বন্দি হয়ে আছো আর শুধুই স্মৃতি হয়ে রয়েছ আমার হৃদয়পটে। তোমার আদর ভালবাসা আমার হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। তোমার আদর্শ, নম্রতা, ধৈর্যশীলতা, কঠোর পরিশ্রমী মনোভাব, সহজ সরল ভ্রাতৃপ্রেম, কর্মময় সৎ জীবন নীতিতে অটল এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলে তুমি। সব কিছু আমি অনুভব করি। আমার বিশ্বাস তুমি স্বর্গে আছ। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার মত আদর্শ জীবন ধারণ করে জীবন শেষে তোমার সাথে পরম করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি। আমার নিত্যদিনের প্রার্থনায় তুমি ছিলে, আছো, এবং থাকবে। তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনায়।

তোমারই ভালবাসার
আদরের নাতিন- মন্দিরা গমেজ
দুই ছেলে ও ছেলে বৌমা
স্ত্রী- আগ্নেশ ডি কস্তা

বিজ্ঞ/১৪৫/২০

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

বিক্রেতা/সরবরাহকারী/প্রিন্টিং প্রেস হিসাবে তালিকাভুক্তকরণ প্রসঙ্গে

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, দি সিসিসিইউ লিঃ অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দের জন্য প্রতিষ্ঠিত/বিক্রেতা/ ব্যবসায়ী/ সরবরাহকারী/প্রিন্টিং কাজে সংযুক্ত ভেন্ডর তালিকাভুক্তকরণের লক্ষ্যে আগ্রহীদের নিজস্ব প্যাডে আবেদনসহ নিম্নলিখিত নির্দেশনাবলী পূরণ সাপেক্ষে ভেন্ডর হিসাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ।

ভেন্ডর তালিকাভুক্তকরণের জন্য নির্দেশিত নিয়মাবলী সতর্কতার সাথে অনুসরণ করুন:

১. "ভেন্ডর তালিকাভুক্তকরণ ফর্ম" যথাযথভাবে পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ খামের মুখ বন্ধ করে এবং খামের উপরে "সাপ্লাই চেইন বিভাগ" দি খ্রীষ্টান কো অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ,ঢাকা ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫, লিখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই অসম্পূর্ণ ফরম গ্রহণযোগ্য নয়।
২. আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ বিকাল ৪ ঘটিকার মধ্যে ফরম গ্রহণ ও জমা দিতে হবে ।
৩. একই কোম্পানী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান একের অধিক ফর্ম গ্রহণ বা জমা করতে পারবে না। তবে এক কোম্পানী/ সরবারহকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে উল্লিখিত কাজের ধরনের পাশে "হ্যাঁ" বক্সে (✓) চিহ্ন দিতে হবে।
৪. ইতোমধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান/ভেন্ডর তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং উল্লিখিত বছরের জন্য তালিকাভুক্তকরণ অব্যাহত রাখতে আগ্রহী/ ইচ্ছুক, সে সকল প্রতিষ্ঠান/ভেন্ডরগনকেও নতুনভাবে তালিকাভুক্তকরণের জন্য আবেদন করতে হবে।
৫. তালিকাভুক্ত সিডিউল ফি বাবদ ৫০০/- এবং রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ৫০০/- টাকা, সর্বমোট ১০০০ টাকা, যা সিডিউল গ্রহণকালে মানি রশিদ গ্রহণ সাপেক্ষে নগদে পরিশোধ করতে হবে। ফি জমার রশিদের ফটোকপি আবেদনের সাথে অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে।
৬. আপনি/আপনার কোম্পানী যদি দি সিসিসিইউ লিঃ এর সাথে বিগত বছরে কার্যাদেশের ভিত্তিতে কোন প্রকার কাজ বা সেবা প্রদান করে থাকেন, তাহলে উক্ত কার্যাদেশের এক কপি ফটোকপি তালিকাভুক্তকরণ আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

উল্লিখিত বিষয়ে আপনার নিকট কোন প্রকার অস্পষ্টতা মনে হলে এবং বিস্তারিত জানার জন্য ঢাকা ক্রেডিটের সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ মিঃ সরুজ এসেনসন, ফোন-০১৭০৯৮১৫৪৭০, সহকারী অফিসার- মিঃ রিটন থিউফিল গমেজ, ফোন-০১৭০৯৮১৫৪৬৫ -এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে

রতন পিটার কোড়াইয়া
ট্রেজারার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

বিজ্ঞ/১৪৬/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৩২
■■■■■ ৬ - ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ২২ - ২৮ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

প্রকৃতির যত্ন, এসো করি অবিরত

এক ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী সকল ধর্মের মানুষ গভীরভাবে বিশ্বাস করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই বিশ্ব-ভ্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তবে সৃষ্টির সকল কাজ তিনি একসাথেই সারেননি। প্রথমে তিনি প্রকৃতিকে অপরূপভাবে সাজালেন এবং পরে মানুষকেও আপন সাদৃশ্যে সৃষ্টি করলেন। সকল সৃষ্টিকাজের পরে ঈশ্বর তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন উত্তম বলে। অর্থাৎ মানুষের ন্যায় প্রকৃতিও ঈশ্বরের চোখে উত্তম ও মূল্যবান। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝেই মানুষের অবস্থান। প্রকৃতি ব্যতিরেকে মানুষ নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। প্রকৃতি সৃষ্টির পরই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করে মানুষের ওপর ঈশ্বর দায়িত্ব দিয়েছেন প্রকৃতির যত্ন নেবার। কেননা এই প্রকৃতির মাঝেই লুকায়িত আছে মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান। ব্যাপক অর্থে প্রকৃতির যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টিকর্তা মানুষকে অভাবী মানুষের যত্ন নেওয়ার একটি নৈতিক দায়িত্বও দিয়েছেন।

ঈশ্বর সুনিশ্চিতভাবেই তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতির যত্ন নিতে সক্ষম, কিন্তু তিনি একাজে নিয়োগ দেন মানুষকে যা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। তাই যে কেউ কখনো বাগান করে কিংবা শহর-বা গ্রামের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে কিংবা নতুন চারাগাছ রোপণ করে তারা ঈশ্বর প্রদত্ত কাজ সম্পন্ন করে। পৃথিবীর কেয়ারটেকার হিসেবে, মানুষকে একথা স্মরণে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর তাদেরকে অল্প সময়ের জন্য এ কাজ দিয়েছেন। একদিন তিনি নতুন পৃথিবী ও নতুন স্বর্গ সৃষ্টি করবেন *(ইসাইয়া ৬৫:১৭)*। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে মানুষ তাদের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী ঈশ্বরের সৃষ্ট অপূর্ব সুন্দর পৃথিবীর যত্নদান করবে কেননা তা করার জন্য মানুষের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। প্রকৃতিকে রক্ষা করা, যত্ন করা ও ফলশালী করার দায়িত্ব মানুষের ওপর। একই সাথে মানুষের আবশ্যিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করার কর্তৃত্বও ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন। প্রকৃতির প্রবাহময়তা ও প্রাণময়তা বজায় রাখার জন্য প্রকৃতির উপর অধিকারপ্রাপ্ত প্রাণী; মানুষ যেন প্রকৃতির সকল কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্যতা রাখে সে দায়িত্বও বর্তেছে মানুষের ওপর। কেননা কর্তৃত্বের সাথে-সাথে দায়িত্বও উপস্থিত হয়।

নিজেদের স্বার্থপরতা ও ভোগ-বিলাসিতা চরিতার্থ করতে গিয়ে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ প্রকৃতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাত, বরফগলা, মরুকরণ প্রভৃতি নেতিবাচক প্রভাব তীব্রতর হচ্ছে। পৃথিবীর আবহাওয়ার বা জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে বিশ্বব্যাপী যে সকল বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও বিপর্যয় নেমে এসেছে, তা নিয়ে সকলেই শঙ্কিত ও তার কারণ কি তা নিয়ে এখন অনেকেই ভাবছে। বর্তমান সময়ের প্রবক্তা পোপ ফ্রান্সিস ৫ বছর আগে 'লাউদাতো সি: তোমার প্রশংসা হোক' সর্বজনীন পত্রটি উপহার দেবার মধ্যদিয়ে বর্তমান বিশ্বকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন পৃথিবীর যথার্থ যত্নদানের। সে আহ্বান আরো প্রবল হয়ে এসেছে লাউদাতো সি'র ৫ম বার্ষিকীতে। পোপ মহোদয় 'লাউদাতো সি: প্রকৃতি-পরিবেশ' বর্ষ ঘোষণা দানের মাধ্যমে আমাদের সকলকে পৃথিবীর যত্নদানে নিমগ্ন হতে বলেছেন। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী সেই আহ্বানে যথার্থ সাড়া দিয়ে প্রকৃতি যত্ন নিতে ও রক্ষা করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ, দূষণমুক্ত চারিপাশ, প্লাস্টিকজাত দ্রব্য ব্যবহার হ্রাস, খোলা জায়গা, ছাদে, ব্যালকনিতে সবজি চাষ করে প্রকৃতিজাত খাদ্য যোগানের ব্যবস্থা করেও আমরা ছোট পরিসরে থেকেই প্রকৃতির যত্নদান করতে পারি। প্রকৃতির যত্নদানের কাজ সর্বজনীন ও সব সময়ের জন্য হোক। কোন কমিশন বা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক না হয়ে আমরা সকলেই যেন যার-যার অবস্থানে থেকে সবসময় প্রকৃতির যত্ন নিতে পারি। ঈশ্বরের প্রশংসা করতে, তাঁর সৃষ্টিশীল কাজে অংশ নিতে মানুষকে প্রকৃতির যত্ন নিতে হবে। সর্বোপরি মানুষের মঙ্গলের জন্যই মানুষকে প্রকৃতির যত্ন নিতে হবে॥ ✝

মঙ্গলবাণী

"যেখানে দু'তিনজন আমার নামে একত্রিত হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।" -মথি :১৮:২০

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

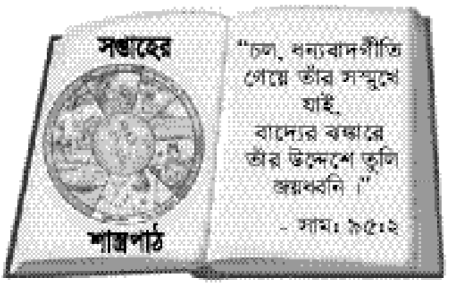

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৬ - ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

৬ সেপ্টেম্বর, রবিবার

এজেকিয়েল ৩৩: ৭-৯, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৯, রোমীয় ১৩: ৮-১০, মথি ১৮: ১৫-২০

আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা, সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিক

৭ সেপ্টেম্বর, সোমবার

১ করি ৫: ১-৮, সাম ৫: ৪-৬, ১১, লুক ৬: ৬-১১

৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

ধন্য কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব, পর্ব

মিখা ৫: ১-৪ অথবা রোমীয় ৮: ২৮-৩০, সাম ১২: ৬কখ, ৬গ, মথি ১: ১-১৬, ১৮-২৩ (অথবা ১: ১৮-২৩)

৯ সেপ্টেম্বর, বুধবার

সাধু পিতর ক্লেভর, যাজক, স্মরণ দিবস

১ করি ৭: ২৫-৩১, সাম ৪৫: ১০-১১, ১৩-১৬, লুক ৬: ১৭, ২০-২৬

১০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার

১ করি ৮: ১-৭, ১১-১৩, সাম ১৩৯: ১-৩, ১৩-১৪, ২৩-২৪, লুক ৬: ২৭-৩৮

১১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

১ করি ৯: ১৬-১৯, ২২-২৭, সাম ৮৪: ২-৫, ৭, ১১, লুক ৬: ৩৯-৪২

১২ সেপ্টেম্বর, শনিবার

ধন্যা কুমারী মারীয়ার পবিত্র নাম, স্মরণ দিবস

১ করি ১০: ১৪-২২, সাম ১১৬: ১২-১৩, ১৭-১৮, লুক ৬: ৪৩-৪৯

গালাতীয় ৪: ৪-৭ অথবা এফেসীয় ১: ৩-৬, সাম (লুক) ১: ৪৬-৫৫,লুক ১: ৩৯-৪৭

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৬ সেপ্টেম্বর, রবিবার

+ ১৯৮৫ ব্রাদার আইভেন সি. ডোলান, সিএসসি (ঢাকা)

৭ সেপ্টেম্বর, সোমবার

+ ২০১২ সিস্টার মেরী বেনিগনা, এসএমআরএ (ঢাকা)

৮ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

+ ১৯৭৪ সিস্টার এলিজাবেথ ও' ব্রায়েন, এসএমএসএম

১০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার

+ ১৯২৬ সিস্টার এম. এ্যান, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

+ ১৯৪২ সিস্টার এম. আগষ্টিন অফ জিজাস, আরএনডিএম (ঢাকা)

১১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

+ ১৯৯১ ফাদার আন্তনিও বনলো, পিমে (দিনাজপুর)

+ ১৯৯৩ সিস্টার এস জোয়ান অফ আর্ক, স্পেট্স, সিএসসি

১২ সেপ্টেম্বর, শনিবার

+ ১৯৬০ ফাদার গডফ্রে ক্লেমেন্ট, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

বৈশ্বিক মহামারীকালীন বাংলাদেশে শিশুশিক্ষা কার্যক্রম

বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে শিশুশিক্ষা কার্যক্রমে স্থবিরতা বিরাজ করছে। বর্তমানে শুধু শিশুশিক্ষা নয় বরং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই শোচনীয় অবস্থার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করছে। নজীরবিহীন এ পরিস্থিতিতে ধারাবাহিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যার ফলে এখন পর্যন্ত বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্রগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে। তাছাড়া বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষা কার্যক্রমসমূহ বন্ধ থাকার ফলে শিশুদের সম্ভাবনাসমূহ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমনকি ব্যবহারিক শিক্ষার অভাবে শিশুদের ভবিষ্যত অনিশ্চিয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। অনেকদিন যাবত পড়ালেখা ও শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থান করার ফলে শিশুদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। প্রসঙ্গতই বাংলাদেশ ইউনিসেফের প্রতিনিধি তোমো হোজুমি বলেছেন, 'অন্যান্য দেশের মত শিশু ও সম্পৃক্তদের করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে বাংলাদেশেও স্কুল-কলেজ বন্ধ করা হয়েছে এবং বাড়িতে শিশুদের বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পড়াশুনা অব্যাহত রাখতে এবং জরুরী অবস্থায় শিশু ও সমাজকে নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।' বর্তমানে বাংলাদেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলা করে শিশুশিক্ষা অব্যাহত রাখতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রনালয় অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে যেন শিশুরা বাড়িতে থেকে অভিভাবকের সহায়তায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করতে পারে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেনের দেয়া তথ্যমতে, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা অব্যাহত রাখতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২ কোটি শিশুদের জন্য অনলাইন শিক্ষা অর্থাৎ টেলিভিশন, মোবাইল অ্যাপস্ ও বেতারের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ অনলাইনে পরীক্ষা এবং পাঠদান উভয়ই সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে ইউনিসেফের মত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য শিশুশিক্ষা বিষয়ক সংগঠনগুলো সহায়তা করে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, অনলাইনে শিক্ষাদান পদ্ধতি শতভাগ সফলতার আশা নিয়ে অগ্রসর হলেও তা কতটুকু ফলপ্রদ হচ্ছে তা উপলব্ধির বিষয়। তাছাড়া, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবা এবং উন্নত মোবাইল ও কম্পিউটার সহজলভ্য না হওয়ায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষা কার্যক্রম সকল শিশুর দোর-গোড়ায় পৌছে দেয়া এবং তা সফলভাবে নিশ্চিত করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে শহর-গ্রামাঞ্চলে শিশুশিক্ষা নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জরুরী পরিস্থিতিতে শিশুশিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে ও পদক্ষেপসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টিতে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতেও যেন শিশুরা তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে যেন বঞ্চিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনলাইন শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতিও জোর দিতে হবে যেন শিশুরা পড়াশুনার আগ্রহ না হারিয়ে ফেলে। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মধ্যদিয়ে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি হোক। এমনিভাবেই শিশুদের সাক্ষরতার মধ্যদিয়ে দেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক মুক্তি আসুক এবং শান্তি স্থাপিত হোক।

জাসিন্তা আরেং
ময়মনসিংহ থেকে

আভিষেক বার্ষিকীতে আভিনন্দন

১২ সেপ্টেম্বর, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি-এর বিশপীয় পদাভিষেক বার্ষিকী। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। 'খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র' ও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

– সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

‘প্রকৃতি-পরিবেশ (‘লাউদাতো সি’: Laudato Si) বর্ষ’ উপলক্ষে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পালকীয় পত্র

সকল যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী ও খ্রিস্টভক্তগণের সমীপে,

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

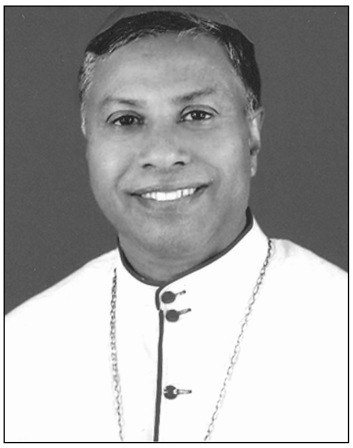

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করে সবকিছু দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ‘সবই উত্তম হয়েছে’ *(আদিপুস্তক ১:৩১)*। আর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে সৃষ্টির যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে আহ্বান রাখেন। ঈশ্বরের সেই আহ্বান মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে সচেতন করতে বিভিন্ন সময়ে পোপ মহোদয়গণ সৃষ্টি-প্রকৃতির যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর আলোকপাত করেছেন। পোপ ষষ্ঠ পৌল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বলেছেন, প্রকৃতিকে মানুষ নিজের হীন স্বার্থে ব্যবহার করে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে আর এই বিপন্ন পরিবেশ আবার মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপব্যবহারের ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশ আমাদের আয়ত্ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে যা ভবিষ্যতে অসহনীয় হয়ে উঠবে। আমরা অবগত আছি যে, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২৪ মে ২০১৫ খ্রিস্টবর্ষে গোটা মানবজাতির নিকট ‘প্রকৃতি-পরিবেশ এবং আমাদের সকলেরই বসতবাটি’ তথা গোটা পৃথিবীর যত্ন ও সংরক্ষণে তার পালকীয় পত্র ‘লাউদাতো সি’ (Laudato Si) প্রকাশ করেছেন। এ বছর সর্বজনীন পত্রটি প্রকাশের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে পোপ মহোদয় ‘লাউদাতো সি সপ্তাহ’ (মে ১৬-২৪, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ) পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং খ্রিস্টমণ্ডলী মে ২৪, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ‘লাউদাতো সি’ বর্ষ ঘোষণা করেছে। এই আহ্বানের আসল উদ্দেশ্য হলো এই অভিন্ন বসতবাটির যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য যেন নিজেরা আরো সচেতন ও মনোযোগী হয়ে কিছু-কিছু উদ্যোগ ও বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করি।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী মাণ্ডলীকভাবে বিশ্ব ‘প্রকৃতি-পরিবেশ বর্ষ’ (২৪ মে, ২০২০-২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ), জাতীয়ভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু’র জন্মশতবার্ষিকী (১৭ মার্চ, ২০২০-১৭ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ) এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২৬ মার্চ ২০২১-২৬ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ) উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ কাথলিক সমাজের পক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। গত ১৪ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা সিবিসিবি সেন্টারে, কাথলিক বিশপগণ, এপিসকপাল কমিশনসমূহের সেক্রেটারীগণ ও বিভিন্ন ডেস্ক এর কনভেনারগণ এবং বিভিন্ন ধর্মসংঘের প্রধানগণ, কারিতাস বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও কয়েকজন খ্রিস্টভক্ত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রতিকী অর্থে ৩টি চারা (জলপাই, সফেদা ও জাম্বুরা) সিবিসিবি চত্বরে রোপণ করা হয়। প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষায় বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী আগামী ২ বছরব্যাপী চলমান থাকবে। তাই, পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে সর্বজনীন মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হয়ে ভূ-প্রকৃতির প্রতি আমাদের যত্নশীলতা বৃদ্ধি ও সৃষ্টির যত্নের জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা; দেশ ও সরকাররের পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সহায়তা ক’রে দেশকে সবুজ, সতেজ ও ফলজ করতে অংশ নেয়া এবং বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ সংরক্ষণ করা হবে আমাদের দায়িত্ব।

উল্লিখিত মহাকর্মযজ্ঞের মূল ভিত্তি হলো পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক রচিত সর্বজনীন পত্র ‘লাউদাতো সি’ (Laudato Si); যে পত্রটি তিনি লিখেছেন পৃথিবীর যত্ন ও পরিবেশের ওপর। বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ‘তোমার প্রশংসা হোক’; যা বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় জেগে ওঠার একটি উদাত্ত আহ্বান। পোপ মহোদয়ের অনুপ্রেরণামূলক এবং চ্যালেঞ্জপূর্ণ লেখাটি বিশ্বের সকল স্তরের মানুষকে প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রতিবেশীদের, বিশেষভাবে দীন-দরিদ্রদের বিষয়ে ভাবতে ও নিজ-নিজ দায়িত্ব পালন করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্মের যত্ন নেওয়া ও তা লালন ক’রে সৎ ও ধার্মিক জীবন-যাপন করাই হচ্ছে আমাদের আহ্বানের মূল বিষয়; এটি আমাদের জীবনের কোন ঐচ্ছিক বা আনুষঙ্গিক বিষয় নয় *(লাউদাতো সি- ২১৭)*।

সৃষ্টি-প্রকৃতি ও আমাদের অভিন্ন বসতবাটির বাস্তবতা

বিজ্ঞানের নানাবিধ আবিষ্কারের ফলে মানবজাতি যে সৃজনশীলতা ব্যবহার করে তা ঈশ্বর প্রদত্ত। বিজ্ঞান উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা অতি সাম্প্রতিককালে ডিজিটাল বিপ্লব আনতে সক্ষম হয়েছে। একদিকে, আমরা প্রতিদিন অসংখ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভর করি (বিদ্যুৎ, উড়োজাহাজ, যানবাহন, তথ্যপ্রযুক্তি, জীবপ্রযুক্তি, ইত্যাদি) যা আমাদের জীবনমানে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। অন্যদিকে, আমরা যদি মানব ইতিহাস বিশ্লেষণ করি, তবে দেখতে পাই যে, আমাদের জীবনযাত্রা অনেক জটিল হয়ে গেছে, প্রযুক্তি-নির্ভর জীবনে আমরা অতি অভ্যস্ত এবং আসক্ত। মানুষের অতিমাত্রায় ভোগবাদী মন-মানসিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা এবং উদাসীনতার কারণে সৃষ্টি-প্রকৃতি বন-বৃক্ষনিধন, বাতাসে অতিমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কালো ধোঁয়া, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ ও দুর্গন্ধময় জল, জলাবদ্ধতা, খাল-ডোবা নিশ্চিহ্ন হওয়া, শব্দ দূষণ, জীব বৈচিত্র্য হ্রাস, অনাবৃষ্টি, আবার কোন কোন স্থানে অতিবৃষ্টি-বন্যা, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব গোটা মানবজাতি ও প্রকৃতিকে বিপর্যয় ও অকল্পনীয় বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমন ভারাক্রান্ত ও বিধ্বস্ত, পরিত্যক্ত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধরিত্রী “যেন প্রসববেদনায় নিদারুণ কাতরাচ্ছে” *(রোমীয় ৮:২২)*। গোটা বিশ্বে ধনী-গরীবের ব্যবধান, মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ দেখা যায় তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও জীবনমানে। সমাজে বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের সুবিধার দিকে নজর দেয় বেশি এবং

প্রযুক্তিগত আরাম-আয়েশ অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মানবের যে গুণাবলি ও আত্মসংযম লালন করা প্রয়োজন, আমরা তখন সেখান হতে দূরে সরে যাই। অন্যের প্রয়োজন, সুবিধা, বিপন্নতা দেখেও আমরা মুখ ফিরিয়ে নিই। প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের সাথে-সাথে আমাদের অন্তরে মানবিকতা, দায়বোধ, মূল্যবোধ ও বিবেকবোধকে জাগ্রত করা, নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন যেন আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তার গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করতে পারি *(ধারা ১০৫)*। আমরা বিবেকবান, দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিশ্বাসী মানুষ হিসাবে যেন সৃষ্টি-প্রকৃতির সৌন্দর্য সংরক্ষণ ও সৃষ্টি-প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে সুরক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করি; কেননা সৃষ্টি-প্রকৃতি ঈশ্বরের অপরিমেয় ভালবাসার প্রকাশ।

'প্রকৃতি-পরিবেশ'('লাউদাতো সি': Laudato Si) বর্ষ ও প্রতিনিয়ত সৃষ্টি-প্রকৃতির যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের করণীয়

(ক) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা : নিজের দেহ থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, গির্জা, স্কুল-কলেজ ও ক্লাসরুম, অফিস-আদালত, রাস্তাঘাট, কর্মস্থল, সমাবেশস্থল, ইত্যাদি সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;

(খ) অপচয়রোধ প্রয়োজন : অতিরিক্ত খরচপাতি, জিনিসপত্র ও দ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহার না করে, পানি ও বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার, ভোজনবিলাস ও ভোগের মানসিকতা বর্জন করা, ফেলে দেয়ার সংস্কৃতি পরিহার করা, জিনিসপত্রের সঠিক, পুনরায় ও নতুনভাবে ব্যবহারের অভ্যাস করা, মিতব্যয়ী ও ত্যাগী মনোভাব অনুশীলন করে অপচয়রোধের পদক্ষেপ নেওয়া;

(গ) দূষণযুক্ত পরিবেশ হ্রাস করা : বিদ্যুত সাশ্রয় ও সৌর বিদ্যুত ব্যবহার করা, শব্দ, বায়ু ও জল- সকল প্রকার দূষণমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা, নিজে এবং অন্যদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করা;

(ঘ) প্লাস্টিকজাতীয় দ্রব্য ব্যবহারে সচেতন হওয়া : প্লাস্টিকজাতীয় দ্রব্যাদি (যেমন- প্লাস্টিক ব্যাগ ও প্যাকেট) ব্যবহার না করা, যেখানে সেখানে প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্যাদি ছুঁড়ে ফেলে মাটি, জলাশয় ও পরিবেশ নষ্ট না করা;

(ঙ) স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ : প্রকৃতিজাত, বিশুদ্ধ ও সুষম খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, পরিমিত পানি ব্যবহার করা। সহভাগিতা ও সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতিজাত স্বাস্থ্যসম্মত খাবার যোগাড়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(চ) বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম : প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষায় স্কুল-কলেজ, গির্জা প্রাঙ্গণ, কনভেন্ট, হাসপাতাল ও অন্যান্য খালি জায়গায় ফলজ, ঔষধি ও টেকসই বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্রকৃতিকে আরো সবুজ ও সতেজ করা, বাড়ির আশেপাশে, খালি জায়গায় ও ছাদে সব্জি বাগান করা, ছেলেমেয়েদেরকে বৃক্ষরোপণ ও সামগ্রিক পরিবেশ-প্রকৃতির যত্নে আরো সচেতন ও মনোযোগী করে তোলা;

(ছ) প্রকৃতি-পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষাদান ও সম্মিলিত কার্যক্রম : ছেলেমেয়ে/ছাত্র-ছাত্রী ও আগামী প্রজন্মকে বিশ্ব-প্রকৃতির বিপর্যয় ও নানা ধরণের সমস্যা-সংকট সম্পর্কে অবহিত করা ও সচেতন করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে আন্দোলন সৃষ্টি করা। পরিবেশবাদীদের সাথে যুক্ত হওয়া, আন্তমাণ্ডলীক ও আন্তধর্মীয় দল তৈরি ও নেটওয়ার্কিং করা। প্রতিবেশীদের প্রতি, বিশেষভাবে দরিদ্র, অসহায় বা বিপদাপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহনশীল আচরণ ও মনোভাব গঠনে নিয়মিত শিক্ষাদান করা।

পোপ ফ্রান্সিস স্পষ্টভাবে বলেন, মানুষ প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রতিবেশীদের অনেক ক্ষতি করে চলেছে। তাই 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে মন পরিবর্তন' অপরিহার্য, যাতে জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের সাথে সুসমন্বয় ক'রে সৃষ্টি-প্রকৃতির প্রতি আরো যত্নবান ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

সুতরাং আমাদের জীবনে হৃদয়-মন পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় আমরা সকলেই নিম্নলিখিত ৬টি ধাপ অনুসরণ করতে পারি -

প্রথম ধাপ - ধীর-স্থির অন্তরে সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করি;

দ্বিতীয় ধাপ - অপরূপ প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করি;

তৃতীয় ধাপ - ক্ষতবিক্ষত ধরিত্রীর ও বিপদাপন্ন দরিদ্র মানুষজন অবিরত কাঁদছে তা অন্তরে শুনি;

চতুর্থ ধাপ - অনুতপ্ত হৃদয়ে আমরা স্বীকার করি- আমরা মানুষই প্রতিবেশ বা পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ;

পঞ্চম ধাপ - তাঁর আহ্বান অন্তরে শুনি এবং সুনির্দিষ্ট কিছু কিছু পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করি;

ষষ্ঠ ধাপ - একটি সুন্দর মনে সৃষ্টিকর্তার নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করি।

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রত্যাশা নিয়ে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় এর সাথে একাত্ম হয়ে সকলের নিকট এই আহ্বান জানাচ্ছে, যেন আমরা সকলেই নিজ-নিজ বাহ্যিক ও অন্তরের পরিবেশ সুন্দর ও পবিত্র করি। সৃষ্টি-প্রকৃতি, অভিন্ন বসতবাটিসহ মানুষের প্রতি আরো সংবেদনশীল হই; পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসি, দীন-দরিদ্র অভাবী ভাইবোনদেরকে আরো আপন করে নেই এবং এভাবে সামগ্রিক পরিবেশ আরো সুন্দর, বাসযোগ্য এবং শান্তিময় করে তুলি। মা মারীয়া যিনি আমাদের জননী ও সুরক্ষাকারিণী, তিনি ধরিত্রী মাতা বিশ্ব-প্রকৃতিকে সুরক্ষায় নিত্য আমাদের সহায় থাকুন।

বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুশ, ওএমআই

সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী।

পৃথিবীর সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যত্ন

প্রিয় ভাইবোনেরা,

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাবান, তাঁর মত বিচক্ষণ আর দয়ালু আর কেউ নেই। তিনি তাঁর সমস্ত ভালবাসা দিয়েই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তিনি সৃষ্টি করেছেন গ্রহ-তারা আর সূর্য-চন্দ্র। তাঁরই দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী আর তার সকল বস্তু আর জীব-জন্তু-পশুপাখি, গাছপালা, মাছ-সরিসৃপ, পোকা-মাকড়, ইত্যাদি সবই। আর শেষে পরম মমতায় ও ভালবাসায় মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন সাগর ও নদ-নদীসহ জলাভূমি আর পাহাড়-পর্বত। বিশ্বের সবকিছু তিনি মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন আকাশ-বাতাস ও মাটি-জল-বায়ু সবকিছুর বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক নিয়ম। এসব কিছুই ঐশবিধানেরই প্রতিফলন। ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সবকিছুরই বিপুল অগ্রগতির সম্ভাবনা দিয়ে। আর তিনি সবকিছু মানুষের হাতে ন্যস্ত করেছেন, আর চেয়েছেন যেন মানুষ বা মানব জাতি এই তাঁর সকল সৃষ্টির যত্ন ও রক্ষা করে এবং উন্নয়ন ও সম্ভাবনার স্ফূরণ ঘটায়। এইসব বিষয় অবশ্য অনেকের কাছেই অমূলক, তারা এইসব তত্ত্ব বিশ্বাস করে না। কোন মানুষ বিশ্বাস করুক বা না করুক ঈশ্বর তাঁর কাজ ঠিকমতোই করে যান আপন প্রজ্ঞায়।

এখন প্রশ্ন হলো মানুষ বা মানব জাতি কি ঈশ্বরের সেই আস্থা ও দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পেরেছে? পৃথিবীর আবহাওয়ার বা জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে বিশ্বব্যাপী যে সকল বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও বিপর্যয় নেমে আসছে, তা নিয়ে সকলেই শঙ্কিত ও তার কারণ কি তা নিয়ে এখন সকলেই ভাবছে। এই যে এখন পৃথিবীর ওজোন স্তর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কার্বনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, আবহাওয়া ক্রমেই উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়ে যাচ্ছে, উঁচু পর্বতমালার বরফ ও গ্লাচিয়ার গলে যাচ্ছে, তার জল গড়িয়ে গিয়ে সমুদ্রের জল বাড়িয়ে দিচ্ছে, সুনামী-ভূমিকম্প আর ঘুর্ণিঝড়-সাইক্লোন হচ্ছে, বন্যা-খড়া, ইত্যাদির মত অযাচিত সব প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসছে, তার জন্য আমরা কাকে দায়ী করব? ঈশ্বর কিন্তু তাঁর সৃষ্টির কোন অযত্ন করেন না, এইসব কিছুর জন্য তিনি নিশ্চয়ই দায়ী নন।

এর জন্য আমরা মানুষেরাই কোন না কোনভাবে দায়ী -আমরা যারা অতিভোগবাদী ও বস্তুবাদী হয়ে এই পৃথিবী নামের গ্রহটির উপর শোষণ ও ভক্ষণ নীতি চালিয়েছি। বিগত শতাব্দীর তথাকথিত শিল্পবিপ্লবের পূর্বে মানুষের এই ভোগবাদী মনোভাব কিছুটা নিয়ন্ত্রণে ছিল; কিন্তু এর পরে ক্রমে-ক্রমে বিশ্বব্যাপী মানুষ হয়ে পড়েছে নিয়ন্ত্রণহীন বস্তুবাদী ও অতিমাত্রায় ভোগবাদী। এরই ফলে পৃথিবীর সকল সম্পদ যে যত বেশি ভোগ করতে পারে, তার একটি অশুভ প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। পৃথিবীর যত খনিজ সম্পদ অতিমাত্রায় আহরণ করা হয়েছে, ভূগর্ভস্থ জীবাশ্ম জ্বালানি তৈল উত্তোলন ও অতিমাত্রায় পোড়ানো হয়েছে, কলকারখানার কার্বন নিসরণ ও বর্জ্য দিয়ে পরিবেশ দূষণ করা হয়েছে, যে গাছপালা বনভূমি পৃথিবীর ফুসফুস সেই গাছপালা ও বনভূমি কেটে উজার করা হয়েছে, আণবিক চুল্লি থেকে শুরু করে ইটের ভাটা পর্যন্ত সব কিছুই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর বা গ্রীনহাউজ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, ভূ-গর্ভস্থ থেকে জল উত্তোলন করেও পৃথিবীর অনেক স্থানে মরুয়ায়ন করা হয়েছে। মানুষ আরও কত কিছু করেই না এই মায়ের মত ধরিত্রীর ক্ষতি করেছে আর তা করে চলেছে। ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির প্রতি মানুষের অবহেলা আর অযত্ন পৃথিবীকে আজ প্রায় ধ্বংসের মুখে বেলে দিয়েছে।

তাই এই পৃথিবী যে আমাদের সকল মানুষের অভিন্ন বাসগৃহ সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস "লাউদাতো সি" (তোমার প্রশংসা হোক) নামক একটি সর্বজনীন পত্র লিখেন- যা এই ২০২০ খ্রিস্টাব্দে পাঁচ বছর পূর্ণ করেছে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তা সুরক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে পোপ ফ্রান্সিস মে ২০২০ থেকে মে ২০২১ পর্যন্ত একটি বছর "লাউদাতো সি'" বর্ষ ঘোষণা করেছেন। পোপ ফ্রান্সিস আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ঈশ্বর ভালবেসে এই পৃথিবীসহ সকল সৃষ্টিই মানুষকে দিয়েছেন আর মানুষের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন তা প্রয়োজনে পরিমিতভাবে ভোগ করতে, উপভোগ করতে আর সেই সাথে তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে। আমরা এই পৃথিবী বা ধরিত্রীর মালিক নই, আমরা ঈশ্বরের এই উপহারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক।

আমরা মানুষেরা এই পৃথিবী ও সৃষ্টির প্রতি যে অবহেলা করেছি আর পরিবেশের যে ক্ষতি করেছি, তা পুষিয়ে নিতে আমরা কি করতে পারি, সেই বিষয়ও আমাদের ভাবতে হবে। সুখের বিষয় এই যে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু পবির্তনের বিরূপ প্রভাব নিয়ে বেশ আগে থেকেই সচেতনতা তৈরি হয়েছে। পোপ ফ্রান্সিস সেই সচেতনতার রেশ ধরেই পরামর্শ রেখেছেন যেন আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সৃষ্টির সুরক্ষায় আরও দায়িত্বশীল আচরণ করি। আর সেই কারণেই আমাদের ভোগবাদী ও বস্তুবাদী মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের যা ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েছে, এখন আমরা কি করব সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তা আমাদের খুঁজে পেতে হবে। এর জন্য আমরা কিছু কাজ করতে পারি যা আমাদের পক্ষে খুবই সহজ। "লাউদাতো সি" বছরে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে পারি- গাছপালা লাগাতে পারি, আবর্জনা সঠিক ব্যবস্থাপনা করা যায়, জৈবসার প্রয়োগ করে কৃষি ও পারিবারিক বাগান করতে পারি এবং নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করতে পারি। আমরা পৃথিবীকে "সবুজ ও পরিচ্ছন্ন" করতে ও রাখতে পারি। সবুজের জন্য অবশ্যই আমরা যত বেশি সম্ভব গাছপালা লাগাতে পারি ও কৃষিকাজের সম্প্রসারণ করতে পারি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা মানব কল্যাণে যে শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়েছে, তা চলুক কিন্তু কৃষিকে অবহেলা করে নয়। আমরা যতটা সম্ভব জীবাশ্ম জ্বালানী শক্তি কম ব্যবহার করতে পারি আর নবায়নযোগ্য শক্তি (যেমন সৌরশক্তি, বায়ু ও জলশক্তি ব্যবহার করা) ব্যবহার বাড়াতে পারি। যে কোনভাবেই সম্ভব আমরা যেন ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যত্ন নেই সেইটা হল আমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত দায়িত্ব। আমরা এই দায়িত্বের কথা যত বেশি মনে রাখব ততই আমাদের মানব জাতির জন্য মঙ্গল হবে। আসুন আমরা আমাদের মাতৃস্বরূপ ধরিত্রী, অর্থাৎ আমাদের অভিন্ন বাসগৃহ, এই পৃথিবীর সকল সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বাঁচাই সেই সঙ্গে নিজেরাও বাঁচি। শুধু তাই নয়, আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা একটা সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে পারব। সকলের প্রতি অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো।

বিশপ জের্ভাস রোজারিও
বিশপ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ
চেয়ারম্যান, বিশপীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশন, সিবিসিবি।

ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস এর সর্বজনীন পত্র 'লাউদাতো সি' বা 'তোমার প্রশংসা হোক' অনুসরণে আমাদের বসতবাটির চ্যালেঞ্জ, কারণ ও করণীয় পদক্ষেপসমূহ

ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি

১. পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর একটি সর্বজনীন আবেদন: পাঁচ বছর পূর্বে ২৪ মে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর একটি সর্বজনীন পত্র লিখেছেন। পত্রটির শিরোনাম "লাউদাতো সি" (Laudato Si), ইংরেজীতে "Praise be to you, my Lord" এবং বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে "তোমার প্রশংসা হোক।" পোপ মহোদয় পত্রটির সমাপ্তিতে দু'টি প্রার্থনাসহ ৬টি অধ্যায়ে ২৪৬টি পদে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। সর্বজনীন পত্রটি প্রকাশের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে পোপ মহোদয় 'লাউডাটো সি সপ্তাহ' (মে ১৬-২৪, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ) উদ্‌যাপন লগ্নে "লাউদাতো সি বর্ষ" (মে ২০২০-মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ) ঘোষণাসহ পরিবেশ সুরক্ষায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর দ্বিতীয় প্রৈরিতিক পত্রে সমন্বিত পবিবেশ অনুধ্যানে অতি দরিদ্র ও বিপদাপন্ন মানুষের ন্যায়বিচারের অধিকারের সাথে আমাদের অভিন্ন বসতবাটি রক্ষা করার আবেদন করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন- বিজ্ঞান হল সর্বোত্তম মাধ্যম; এটি ব্যবহার করে আমরা জগতের আর্তনাদ শুনতে পারি; অন্যদিকে সংলাপ ও শিক্ষা–এ দু'টি হল মৌলিক চালিকাশক্তি যার মাধ্যমে বর্তমানে আমাদের জড়িয়ে থাকা আত্মঘাতী পরিবেশগত ধ্বংসস্তূপ থেকে সুরক্ষা পেতে পারি। পোপ মহোদয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রেখেছেন– আমাদের পরে যারা আসছে অর্থাৎ আমাদের সামনে বড় হওয়া শিশুদের জন্য আমরা কী ধরণের বিশ্বজগত রেখে যেতে চাই? উত্তরে তিনি বলেছেন- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার পাশাপাশি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনধারায় অমূল পরিবর্তন আনতে হবে। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- "আমাদের অভিন্ন বসতবাটিকে রক্ষা করার জন্য জরুরি চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গোটা মানব-পরিবারকে একত্রিত করার চিন্তা-ভাবনা, যাতে টেকসই ও সম্পূরিত উন্নয়ন সাধিত হয়, কেননা আমরা জানি যে, পরিবর্তন সম্ভব" *(লাউদাতো সি-১৩)*। তিনি আহ্বান করছেন- "আমাদের প্রিয় গ্রহটির ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা নিয়ে নতুন করে একটি সংলাপের প্রয়োজন অনুভব করছি যে-সংলাপে সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে *(লাউদাতো সি-১৪)*। পোপ মহোদয়ের 'লাউদাতো সি' পত্রে উল্লিখিত ছয়টি চ্যালেঞ্জ, ছয়টি কারণ ও ছয়টি করণীয় বিষয় এ লেখায় অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

২. চ্যালেঞ্জসমূহ: পোপ ফ্রান্সিস আমাদের অভিন্ন বসতবাটির ৬টি সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ বা ঝুঁকি তুলে ধরেছেন- ***১. দূষণ, বর্জ্য ও ছুঁড়ে-ফেলা সংস্কৃতি প্রতিপালন–*** ছুঁড়ে ফেলার মানসিকতার ফলে আমাদের আবাসস্থল এই জগৎটি দিন-দিন বিশাল এক নোংরা নর্দমা, ময়লা-আবর্জনা ও সর্বনাশা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হচ্ছে; যা অতিমাত্রায় বিষাক্ত ও তেজস্ক্রিয়ায় রূপ নিচ্ছে, যা মাবনদেহের জন্য হুমকিস্বরূপ; ***২. জলবায়ু পরিবর্তন–*** এটি একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ, জলবায়ু অস্বাভাবিক ও ভয়ঙ্কর উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করছি, এ বিষয়ে যদিও বেশিরভাগ মানুষের ঔদাসীনতা রয়েছে; ***৩. অনিরাপদ ও দুষ্প্রাপ্য পানি –*** বিশ্বের অনেক স্থানে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানির অভাবে দূষিত পানি পান করে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে অমানবিক কষ্ট পাচ্ছে এমনকি মারা যাচ্ছে; ***৪. জীব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি–*** প্রতিবছর হাজার-হাজার উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, একে অপরের উপরে নির্ভরশীলতার ধারণাটি আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি; ***৫. মানবজীবনের মানপতন এবং সমাজের ভাঙ্গন-*** অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানব-পরিবারকে একত্রিত করার চিন্তা ভাবনা; বৈশ্বিক পরিবর্তনের ফলে সমাজ থেকে কিছু মানুষ বহিষ্কার হচ্ছে, সেবার অসম বণ্টন ও ব্যবহার, সহিংসতা, মাদক ব্যবসা, যুবাদের মধ্যে মাদকাসক্তি, পরিচয় বিভ্রাট, সামাজিক বন্ধনের বিচ্ছেদ, আন্তব্যক্তিক সম্পর্কে অসন্তোষ, বিবাহ বিচ্ছেদ, অভিবাসী সমস্যা, মানবপাচার এবং ক্ষতিকর একাকিত্ববোধ এসব মানবিক বিষয়সমূহ সকলকে ভাবিয়ে তুলছে; এবং ***৬. বিশ্বব্যাপী অসমতা-*** আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু-কিছু ভারসাম্যহীনতার প্রভাব বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ওপর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে- খনি-খননে পারদ দূষণ, সালফার-ডাই-অক্সাইড দূষণ, গ্যাসের বর্জ্যে তৈরি আবর্জনার, বাণিজ্যে ন্যায়ভ্রষ্টতা, রাজনৈতিক দুর্বল সাড়াদান, রাজনীতি প্রযুক্তি ও অর্থের উপর জিম্মি, ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু অস্ত্র গবেষণার ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট, কিছু কিছু ধনী দেশ কর্তৃক অনেক দরিদ্র দেশের দুর্গতি- বেকারত্ব, পরিত্যাক্ত শহর, বিধ্বস্থ প্রাকৃতিক সম্পদ, বিলুপ্ত বন ও ধূসর বনানী, কৃষির দৈন্যদশা, ক্ষত-বিক্ষত পাহাড়-পর্বত, দূষিত নদ-নদী যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে এসব পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে।

৩. কারণসমূহঃ পোপ মহোদয় অভিন্ন বসতবাটির ক্রমবর্ধমান পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল ৬টি কারণ উল্লেখ করেছেন– ***১. নীতিবোধহীন প্রযুক্তি-*** এর বিস্ময়কর কলাকৌশল আমাদের যদিও টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে তবে সুগভীর নীতিবোধ, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক শক্তি ছাড়া এসব জ্ঞান ও অর্থনৈতিক সম্পদসমূহ মানুষ ও মানবতার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে যাচ্ছে; ***২. সর্বাধিক মুনাফা অর্জনে প্রযুক্তিবিদ্যাকেন্দ্রিক মানসিকতা-*** শুধু সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায় সব ধরনের প্রযুক্তির অগ্রগতির মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে; শুধু জন্মহার হ্রাস করার চিন্তায় ব্যস্ত কিন্তু অতি উৎপাদন ও অতিভোগ মানসিকতা কিন্তু সমন্বিত মানব উন্নয়ন ও সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণে নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে পারছে না; ***৩. আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুশীলন–*** শুধুই নিজের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করার আত্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতি চর্চা করছি; একজন গরীব মানুষ, একটি মানব-ভ্রুণ, একজন প্রতিবন্ধী মানুষকে বাস্তবতার অংশ হিসেবে স্বীকার করতে কষ্ট হয়, প্রকৃতির আর্তনাদ শুনতে আমরা অপারগ; পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে; ***৪. বেসামাল ভোগ-বাসনা ও অতি ব্যবহারিক মনোভাব-*** প্রকৃতি ও সমাজকে এমনটি দুর্বল মানুষকে নিজের স্বার্থে কেবল বস্তু সামগ্রীর হিসেবে ব্যবহার করা, বলপূর্বক শ্রমের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, ঋণ পরিশোধ না-করা পর্যন্ত ক্রীতদাস হিসেবে খাটানো, শিশুদের যৌন-সম্ভোগে ব্যবহার, বিপদাপন্ন প্রবীণদের পরিত্যাগ করা এবং সুবিধার জন্য 'ব্যবহার-কর এবং ছুঁড়ে-ফেলে-দাও' মানসিকতা লালন করা হচ্ছে; ***৫. প্রযুক্তি ক্রমান্বয়ে মানবিক কর্মের স্থান দখল–*** সকল বেকার মানুষ কাজের সুযোগ পাবে এমন মনোভাব হ্রাস পাচ্ছে বরং মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার করার মানসিকতা বৃদ্ধি, তা মানবতার জন্য ক্ষতিকর; এবং ***৬. নতুন জৈব প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব-*** 'বংশগতি পরিবর্তন ও সংকর প্রজনন' কিছু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও এর ব্যবহারে উর্বর জমি সীমিত সংখ্যক মালিকের হাতে চলে গেছে ফলে স্বল্পপরিমাণ উৎপাদকদের সংখ্যা অতিমাত্রায় কমে গেছে, অনেকে জমি হারিয়েছে ফলে খণ্ডকালীন মজুরে পরিণত হয়েছে, গ্রামীণ মজুর দারিদ্র্যপীড়িত শহরে বস্তিবাসী হয়েছে, পরিবেশ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে, উৎপাদন বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি হয়েছে যা জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

৪. করণীয়সমূহঃ অভিন্ন বসতবাটির পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধ ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পোপ মহোদয় ৬টি করণীয় উপায় উল্লেখ করেছেন– ***১. সৃষ্টির মঙ্গলবার্তা সকলের অন্তরে লালন- পালন*** - সুসংবাদ হল ঈশ্বর যিনি শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি পৃথিবীতেও হস্তক্ষেপ করতে পারেন এবং সব ধরনের অমঙ্গলকে পরাজিত করে বিশ্বজগৎ নবায়ন করতে পারেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রথম বিবরণীতে *(আদিপুস্তক ২য় অধ্যায়)* ও মানব পরিত্রাণ পরিকল্পনায় তিনি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেছে; সুতরাং পরিবেশ ও প্রতিবেশীর যত্ন নেওয়া, সুরক্ষা করা, তত্ত্বাবধান করা, ফলশালী (কর্ষণ) করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাটা ঈশ্বর কর্তৃক আমাদের প্রাপ্ত দায়িত্ব; এই অসাধারণ দায়বদ্ধতা অন্তরে লালন করতে বলা হয়েছে; ***২. সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্ব প্রদান-*** এখন জীবজগৎ ও মানবসমাজের টিকে থাকা নিয়ে অনুধ্যান ও পর্যালোচনা অপরিহার্য; এখানে নতুন ধারার ন্যায্যতা বলতে পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে মানুষ, পরিবার, কাজ ও নগরায়ন বিষয়সমূহ আলাদা নয় বরং সবকিছুই পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ সুতরাং পবিবেশগত বিপর্যয় সমাধানকল্পে গৃহীত সমন্বিত কৌশলের মধ্যে থাকতে হবে দারিদ্র্য মোকাবিলায় মানবিক ও সামাজিক দিকসমূহ; ***৩. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ সুরক্ষার্থে সংলাপ–*** পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করতে হলে স্বচ্ছ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অনুসরণ প্রয়োজন যেখানে অবাধে মতামত বিনিময় করা যায়; মণ্ডলী কখনও বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সমাধান দিতে বা রাজনীতির বিকল্প হিসেবে কোন প্রস্তাব দিতে পারে না তবে একটি সত্যনিষ্ঠ ও উন্মুক্ত মতামতের আশ্রয় নেওয়াকে উৎসাহিত করে যাতে বিশেষ কোন স্বার্থবাদী মহল বা মতবাদ সর্বসাধারণের মঙ্গল বিষয়ক পদক্ষেপের বিরোধিতা করতে না পারে; ***৪. পরিবেশ সংরক্ষণ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান–*** স্কুল, পরিবার, যোগাযোগ মাধ্যমে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ মানুষের সহজ সরল অঙ্গভঙ্গি, ভদ্র আচরণ, সহভাগিতামূলক জীবন ও শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে; অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মনোভাব কাটিয়ে উঠতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতা যাদের আছে তাদেরও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে; ***৫. পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তরিক মন পরিবর্তনের প্রয়োজন-*** আবর্জনা এখানে-সেখানে ছুড়ে ফেলে অপরিচ্ছন্ন-অস্বাস্থ্যকর নর্দমা তৈরি করেছি; গাছ রোপণে অবহেলা করে পরিবেশে ভারসাম্য নষ্ট করেছি; বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণ করে ফেলেছি; প্রতিনিয়ত প্রচুর পানি অপচয় করছি, এভাবে প্রকৃতি ও প্রতিবেশীদের প্রতি অনেক ক্ষতি ইতোমধ্যে করেছি; এসব স্মরণ করে অনুতপ্ত ও মন-পরিবর্তন করে প্রকৃতি ও প্রতিবেশীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে; আসিসির সাধু ফ্রান্সিসকে পরিবেশ সুরক্ষার একজন উৎসাহী ও উদ্বেগী আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর মত কৃতজ্ঞতা, উদারতা, সৃজনশীলতা, উদ্যোগ ও উৎসাহ আমাদের অন্তরে লালন করতে পরামর্শ দিয়েছেন; এবং ***৬. বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক একাত্মতা প্রকাশ ও সাড়াদান-*** পত্রটির শেষে দুটি প্রার্থনা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কীভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। পরিশেষে তিনি বলেছেন- সবকিছুই (ঈশ্বরের সাথে, প্রতিবেশী মানুষের সাথে ও সকল সৃষ্ট জীবের সাথে) পারস্পরিক বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ; সৃষ্টিকর্তা আমাদের শেখাতে পারেন- কিভাবে সেবাযত্ন নিতে হয়, কিভাবে পরিশ্রম করতে হয় এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন নতুন পন্থা খুঁজে পেতে তিনি প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা দান করেন।

আমরা পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে দায়বদ্ধতা স্বীকার করি; দায়বদ্ধতার ভিত্তি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা। সুতরাং একত্রে কয়েকটি বিষয় চিন্তা করতে পারি- পরিবেশ সবুজ রাখতে গাছ লাগাতে পারি, আবর্জনা ব্যবস্থার সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি, জৈবসার প্রয়োগ করে কৃষি চাষবাদ ও পারিবারিক বাগানের মাধ্যমে খাদ্য যোগান দিতে পারি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি। আজ থেকেই নিজের কল্যাণের কথা ভেবেই প্রকৃতি, পরিবেশ এবং প্রতিবেশীর সুরক্ষা সুসংবাদটি আপনজন, ও বন্ধু-বান্ধবদের জানানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র একটি আহ্বান। পোপ মহোদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের আবাসস্থল, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকার সুরক্ষার্থে "সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল"-এ ব্যক্তিগতভাবে, পারিবারিকভাবে এবং কর্মস্থলভিত্তিক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উদ্যোগে মহান কিছু অর্জন সম্ভব হবে। ধরিত্রীর বুকে আনবে নতুন ছন্দ, জাগাবে নতুন আশা॥ ❑

ধরিত্রী আবাসভূমির পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকৃতির ও মানবের প্রযুক্তির ভূমিকা

বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি

ধরিত্রী আবাসভূমির সত্তা ও তার মাঝে মানব সত্তার পরিবেশ : ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের বিষয়ে ইউএনও-ভিত্তিক এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহু আলোচনা চলে এসেছে। এই ব্যাপারে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে কিয়োটো প্রটোকল খনিজ তেল ও কয়লার ব্যবহারে অত্যধিক CO_2 নিসরণের কারণে সার্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি দমিত রাখার কথা বলেছে; সেই আলোচনা শেষে প্যারিস-২০১৫ আলোচনায় ঐ উষ্ণতা-বৃদ্ধিকে বর্তমান কলকারখানা ভিত্তিক শিল্পায়ন যুগের আগের চেয়ে ১.৫ সেলসিয়াস ডিগ্রীতে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। তবে বর্তমান সময়ের শিল্প-প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়নের সার্বিক শ্রম ও অর্থায়ন বিষয়টি দূষিত CO_2 নিসরণকারী খনিজ তেল ও কয়লার উপর ওতোপ্রোতভাবে এমন নির্ভরশীল যে রাষ্ট্র ও কোম্পানীসমূহ প্রয়োজনীয় বিকল্প ধারা উদ্ভাবন ও গ্রহণ করতে কঠিনভাবে হিমশিম খাচ্ছে, মূলত অপারগ ও স্থবির হয়ে আছে।

"লাউদাতো সি" পত্র : ইদানীং ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস "লাউদাতো-সি" (হোক তোমার প্রশংসা) সর্বজনীন পত্রে বিগত ২'শ বছরের মানব শিল্প-প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়নের ক্রিয়াকলাপের সার্বিক বিশেষণে করে সার-সংক্ষেপ রূপে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন: **প্রথমত,** যে বিগত দুইশত বছরের পরিবর্তনসমূহ দ্বারা অনেক সুফল এসেছে *(# ১০২)*; তবে **দ্বিতীয়ত**, যে তা যথার্থ সমন্বিত উন্নয়ন এনে দিতে পারেনি *(# ৪৬)*; এবং **তৃতীয়ত**, যে বিগত দুই শতকের ন্যায় পূর্বে আর কখনও আমাদের সর্বসাধারণের আবাস-গৃহ পৃথিবী গ্রহের প্রতি এত আঘাত ও দুর্ব্যবহার করা হয়নি *(# ৫৩)*, যার কারণে যে মাত্রাধিক দূষণ এসেছে তাতে, তাঁর কথায়, "আমাদের আবাসভূমি পৃথিবী বিরাট নোংরা আবর্জনার স্তুপের মত হয়ে উঠছে" *(# ২১)*।

এত ব্যাপক বাহ্যিক দূষণের সাথে-সাথে পৃথিবীর ও মানুষের অন্তরের অর্থাৎ ভিতরের দিক থেকে, নৈতিক ও আত্মিক বিষয়াদিরও ব্যাপক দূষণ ও অবক্ষয় এসেছে। অতিমাত্রার জড়পদার্থ-প্রযুক্তি ভিত্তিক ও বাজার ভোগপণ্য ভিত্তিক উন্নয়ন সামগ্রিক সমন্বিত শুভ মানব উন্নয়ন আনতে ব্যর্থ হয়েছে। ভোগপণ্যের অত্যাধিক ভোগ-বিলাসিতা ও জাগতিকতায় জড়িয়ে পড়ে মানুষ তার অন্তরের গভীরতা হারিয়ে ফেলছে: মানুষ তার প্রাণময়তা, তার আত্মিক বোধ হারিয়ে ফেলে যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে; প্রাণময় আত্মিক বোধে সমস্ত সৃষ্টি ও মানুষের সাথে সম্বন্ধস্বরূপ একাত্মতার বন্ধনে আনাগোনা না করে মানব ব্যক্তি একক সত্তা হয়ে জড়-যান্ত্রিক ও স্থবির হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে পৃথিবীর মানব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতারও কঠিন দূষণ হচ্ছে।

আদিতে সৃষ্টিকর্তা সমগ্র সৃষ্টি ও পৃথিবী আবাসভূমি এবং মানব জীবন আদি পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা দিয়ে রচনা করেছেন, যা মানুষ পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করবে। সমগ্র সৃষ্টি, তার মাঝে পৃথিবী এবং মানবের আদি পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা হল সব কিছুর ভিতরের ও বাইরে একাত্মতা ও মিলন; তার অভাবই হল সৃষ্টি ও পৃথিবীর আত্মিক দূষণ। তাই পৃথিবীর যথার্থ সমন্বিত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সমস্ত জড়পদার্থ, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত মানব আত্মার সমন্বিত একাত্মতা, আর তার শ্রেষ্ঠ ধাপরূপে প্রয়োজন সমগ্র মানবের মাঝে, রাষ্ট্র, জাতি, সমাজ, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতি-সংস্কৃতি, ধনী ও দরিদ্র সমস্তের মাঝে একাত্মতায় সংলাপ এবং তা বাস্তবায়ন।

বহুকাল ধরে সৃষ্ট প্রকৃতির প্রযুক্তি ও তার ব্যাপক প্রাণময় ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পৃথিবী সার্বিকভাবে পচিালিত হয়ে এসেছে; সাথে মানবীয় প্রযুক্তি ও ক্রিয়াকলাপ সংযুক্ত থেকেছে। তবে আমাদের বর্তমান শিল্প-প্রযুক্তির যুগে উন্নয়ন ব্যাপকভাবে মানবীয় প্রযুক্তি ও মানবীয় যন্ত্র-সামগ্রী দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় চলে যাচ্ছে, তার পাশে সৃষ্ট প্রকৃতির প্রযুক্তি ও ক্রিয়াকলাপ ধীরে-ধীরে গৌণ বিষয় বলে মনে হচ্ছে। তাই প্রকৃতির প্রযুক্তি ও ক্রিয়াকলাপ এবং মানবীয় প্রযুক্তি ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ে বিশদ আলোচনা করে উভয়ের মাঝে সম্পর্ক ও উভয়ের সমন্বয়ও দেখা প্রয়োজন।

বিগত দুইশত বছরের সাথে দুই হাজার বছরের উন্নয়ন ইতিহাস পর্যালোচনা: "হোক তোমার প্রশংসা" পত্রে পোপ ফ্রান্সিস বিগত দুইশতক নিয়ে, অর্থাৎ শিল্প-প্রযুক্তি যুগের পর্যালোচনা করে বর্তমান পৃথিবীর বাহ্যিক পরিবেশ এবং তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ঘাটতি সমাধানের নির্দেশনা দিয়েছেন। পোপ ফ্রান্সিসের এই পর্যালোচনার অনুকরণে আমরা খ্রিস্টীয় ২ হাজার বছরের ইতিহাসে সমগ্র সৃষ্টি এবং তার মাঝে মানুষের ভূমিকার পর্যালোচনা করে যুগান্তকারী তিনটি প্রধান ধাপ উল্লেখ করতে পারি:

প্রথম ধাপে, প্রাথমিক শতাব্দীগুলোকে পবিত্র শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে "ঐশ প্রজ্ঞা ও অতীন্দ্রিয় ধারা" (Age of Mysticism)-র যুগ বলা যেতে পারে, কেননা তখন খ্রিস্টীয় সমাজ ও রাষ্ট্রগুলো ব্যাপকভাবে খ্রিস্টধর্মে প্রকাশিত ঐশ প্রজ্ঞা ও ঐশ কর্মধারা অনুসারে সমস্ত শিক্ষা ও জীবন-যাপন চলে এসেছে। তার ওপর ভিত্তি করে চলেছে মানবীয় বুদ্ধিমত্তা ও ক্রিয়াকর্ম; তবে প্রধান ছিল ঐশ প্রজ্ঞা ও ঐশ কর্মময়তা। তাতে সৃষ্ট প্রকৃতির মাঝে প্রকাশিত ঐশ প্রজ্ঞা-প্রযুক্তি-ক্রিয়াকলাপ ব্যাপকভারে অনুসরণ করে মানুষ তার জীবন-যাপন করত; সাথে মানুষ প্রজ্ঞা-প্রযুক্তি-ক্রিয়াকর্ম মিলিয়ে নিত। আদিবাসী সমাজগুলোতে সেইরূপ ধারা এখনও অনেকটা প্রচলিত।

দ্বিতীয় ধাপে, বিশেষত ১৪শ থেকে ১৬শ শতাব্দীতে পবিত্র শাস্ত্র-ভিত্তিক ঐশ প্রজ্ঞা ও ঐশ কর্মধারার পাশাপাশি মানবীয় বুদ্ধিমত্তা ও ক্রিয়াকর্মও প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। তখন মানবীয় প্রজ্ঞা ও মানবীয় কর্মদক্ষতার বিবেচনা অনুসারে মানব জীবনের জন্য শিক্ষা ও নীতিমালা রচনা হতে থাকে। এর প্রথম পর্যায়ে "নব জাগরণের যুগ"(Age of Renaissance)-এর সময়ে মানব ব্যক্তি ব্যাপকভাবে সাহিত্য এবং চিত্রাঙ্কন-ভাস্কর্য-সঙ্গীত প্রভৃতি চারুকলার মানবীয় প্রজ্ঞা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় রেখেছে। এর দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৮শ শতাব্দীতে "আলোকসম্পাত যুগ" (Age of Enlightenment) থেকে মানবীয় প্রজ্ঞা ও কর্মদক্ষতার ওপর আরও বেশি প্রাধান্য পড়তে থাকে; ফলে মানবীয় সভ্যতা রচনায় মানবীয় সামর্থই মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে। তাতে মনে হতে থাকে যে, মানুষ নিজ প্রজ্ঞা ও সামর্থে সর্বেসর্বা, যেন ঐশ প্রজ্ঞা ও সামর্থের ওপর তার নির্ভর গৌণ এমনকি অপ্রয়োজনীয়। এর এক পর্যায়ে "ফরাসী বিপব" (French Revolution 1789) কালে মানব ব্যক্তিত্ব আরও গভীর হয়ে প্রকাশ পায় "স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ" চেতনার মধ্য দিয়ে, যে চেতনার প্রভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ধারার সূচনা হয়। এই ধাপে এসে ঐশ প্রজ্ঞা ও কর্মময়তার বিপরীতে মানবীয় প্রজ্ঞা ও কর্মদক্ষতার ওপর জোর পড়ে, তবে তখনও মানুষের মানবীয় ও আত্মিক বিষয়গুলোর ওপর প্রাধান্য থাকে। **(চলবে)**

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কিছু উপলব্ধি ও কিছু সুপারিশ

রূপনা দাশ

১. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (১৯৯৬) মতে- খাদ্য নিরাপত্তা হচ্ছে সব মানুষের কর্মক্ষম সুস্থ জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদার বিপরীতে পছন্দমতো পর্যাপ্ত নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির বাস্তব ও আর্থিক ক্ষমতা থাকা। একটি দেশে জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ থাকবে, সকল মানুষ খাদ্য ক্রয় বা সংগ্রহ করতে পারবে, পুষ্টিকর ও নিরাপদ স্বাস্থ্যকর খাদ্য সহজলভ্য থাকবে। অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তার মূল তিনটি বিষয় ১. খাদ্যের সহজ প্রাপ্যতা; ২. খাদ্যের সহজলভ্যতা; ৩. স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাদ্য।

২. দেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার এর কৃষি মন্ত্রণালয় ২০টি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য করণীয় হচ্ছে ১. ফসল উৎপাদনের খরচ কমানো, ২. খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, ৩. আবাদি জমি বাড়ানো, ৪. প্রাকৃতিক দূর্যোগসহনশীল জাত উদ্ভাবন, ৫. জলবায়ু পরির্বতন উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ৬. আন্তফসল, মিশ্র ফসল, রিলেফসল, রেটুন ফসল চাষ করা, ৭. সেচের জমি বৃদ্ধি করা, ৮. উফশী ও হাইব্রীড ফসল চাষ করা, ৯. শস্য বহুমূখীকরণ করা, ১০. জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত ও প্রচুর চারা উৎপাদন করা, ১১. রোগ-বালাই দমন করা, ১২. প্রতি ইঞ্চি জমিতে চাষ করা, ১৩. ধানক্ষেতে মাছ চাষ, পুকুরে মাছ-মুরগী-হাঁসের সমন্বিত চাষ করা, ১৪. রোগ ও পোকা দমনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা, ১৫. সহজ শর্তে ঋণ দেয়া, ১৬. পশুপাখির জন্য জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ১৭. ভর্তুকি বাড়ানো, ১৮. সংরক্ষাণাগার বাড়ানো, ১৯. কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা, ২০. শস্যবীমা চালু করা, ২১. পতিত জলাশয়ে মাছ চাষ করা ইত্যাদি।

৩. আমার কর্মএলাকার কিছু অভিজ্ঞতা এখানে সহভাগিতা করাতে চাই। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের একটি এলাকা খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান। চট্টগ্রাম বিভাগের এই এলাকা পাহাড় ও উপত্যকায় পরিপূর্ণ বলে এর নামকরণ করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। এই অঞ্চলের প্রতিটি সম্প্রদায়ের আলাদা-আলাদা কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভাস রয়েছে। পার্বত্য অধিবাসীরা তাদের দৈনন্দিন খাদ্যের জন্য বনের ওপর নির্ভরশীল, বিভিন্ন ধরণের ফলমূল, লতা-পাতা, আরু, কচু শাক-সবজী পশুপাখি বনজ প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল। পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ে জুম পদ্ধতিতে ও সমতলে প্রচলিত নিয়মে চাষাবাদ করে, তবে জুম চাষের প্রধান পদ্ধতি হল পাহাড় পুড়িয়ে তগল বা দা দিয়ে গর্ত করে ধান, কার্পাস, ভুট্টা, তিল, তিসি, মারফা, লাই, চিনার সহ ২০ থেকে ২৫ ধরনের বীজ বপন করে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দিন-দিন পাহাড়ী জনগণ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি হচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, পাহাড়ী ঢল, পাহাড় ধ্বস, একই সাথে মানুষ দিন-দিন বন সংরক্ষণের নামে বন উজার করছে। এতে করে পাহাড়ে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রা প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছে। প্রতি নিয়ত খাদ্যাভাব, পানির অভাব ও রোগে-শোকে কষ্ট পাচ্ছে। ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক ১১টি জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই প্রকৃতি থেকে পাওয়া খাদ্য গ্রহণ করে বেশি। তারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর প্রদত্ত যে দান তাদের জন্য, আবার তাদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার রয়েছে। যেমন তারাদের বিশ্বাস-লাউগাছ বাড়ির পাশে লাগানো যাবে না এবং খাওয়া যাবে না ইত্যাদি-ইত্যাদি। এই ধরণের অনেক কুসংস্কার রয়েছে, ডাক্তারের কাছে না গিয়ে বৈদ্যর চিকিৎসা নেয়া, এই সকল ভ্রান্তবিশ্বাসের কারণে তাদের সুষম খাদ্যে গ্রহণে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

৪. অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, উচ্চমাত্রায় দরিদ্রতা, বৈষম্য, অপরিকল্পিত নগরায়ন, খাদ্য মজুদ ও সংরক্ষণাগারের অভাব, অধিকমাত্রায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার, ব্যাপারীদের সিন্ডিকেট। উন্নয়নের নামে গাছ কেটে বন উজাড়সহ নানা পরিবেশ/ প্রতিবেশ বিরোধী ধরনের র্কাযক্রম, যেগুলো খাদ্য উৎপাদনের হুমকিস্বরূপ। এছাড়া পার্বত্য এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে খাদ্য সুরক্ষার প্রথম উদ্বেগ হল কৃষি ফসল উৎপাদন, যেহেতু বেশিরভাগ পাহাড়ী জনগোষ্ঠি কৃষি, বাগান ও জুম নির্ভর, তাই সব সময় তারা তাদের ফসল উৎপাদনে বৃষ্টিপাত, জলবায়ু, তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল এবং তারা তাদের নিজস্ব টেকনোলজী (ট্রেডিশনাল পদ্বতিতে) কাজে লাগিয়ে চাষাবাদ করে, ফলে মৌসুম ভিত্তিক এগুলোর ঘাটতি হলে তাদের ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়, মৌসুম এর মধ্যে উৎপাদন আসে না। আবার পুঁজির অভাবে চাষাবাদের সময় দাদন থেকে ধার নিয়ে চাষাবাদ করে এবং জমিতে/বাগানে ফসল থাকা অবস্থায় ব্যাপারীর নিকট ফসলের মাঠ বিক্রি করে দেয়, ফলে তাদের পরিবারে খাদ্যের ঘাটতি হয়, যেটুকু থাকে তা দেরীতে বিক্রি করাতে তেমন দর-দামও পায় না এবং সময় মত দর-দাম পায় না। ফলে পাহাড়ে বসবাসরত বাঙালিরা অনেকাংশে এই সুযোগটি লুফে নেয়। মোদ্দা কথায় পাহাড়ী জনগণ পরিশ্রম করে ফসল ফলায় কিন্তু ন্যায্যমূল্য পায় না।

৫. অভিজ্ঞতার আলোকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কিছু উপলব্ধি ও কিছু সুপারিশ সহভাগিতা করতে চাই। পারিবারিক খামারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো, প্রতিটি পরিবারে এই সুযোগ রয়েছে। কারণ যার জায়গা- জমি কিছুই নেই শুধু একটি ঘর আছে, সেই ঘরের চালে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, পুঁইশাক, ধুন্দল, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গাসহ বিভিন্ন লতানো শাক-সব্জীর চাষ করতে পারে। প্রতিটি পরিবারের আঙ্গিনায় শীতকালীন ও গ্রীস্মকালীন চাষ করতে পারে। যেমন, পালংশাক, লালশাক, ডাঁটাশাক, শিম, লাউ, বরবটি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, গাজর, লেটুট, ধরিয়া ইত্যাদি শীতকালীন চাষ করা যায়। চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, শসা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, কচু, কলমী শাকসহ নানা রকমে গ্রীস্মকালীন চাষাবাদ করা যেতে পারে। প্রতিটি পরিবার, বাড়ির আনাচে-কানাচে লেবু, পেয়ারা, বরই, পেঁপেঁ, ডালিম ইত্যাদিও চাষ করতে পারে। এছাড়াও প্রতিটি পরিবারে হাঁস-মুরগী, কবুতর, কোয়েল, গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর পালন করার সুযোগ রয়েছে। বাড়ির পামে বোবা/ পুকুর থাকলে সমন্বিত মাছ চাষ করতে পারে। প্রতিটি পরিবার প্রতিদিনের ব্যবহার্য বিভিন্ন বর্জ্যগুলো নিয়ে কম্পোষ্ট সার তৈরী এবং গরু গোরব দিয়ে কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) তৈরি করে নিজেদের জমিতে ব্যবহার করলে এতে করে চাষাবাদ খরচ কম হবে এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন হবে। এতে করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

অনুযায়ী প্রতি ইঞ্চি জমি উপাদনের আওতায় আসবে। এছাড়া চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় খাদ্য সংরক্ষণাগার তৈরি যাতে দুর্গম এলাকায় উৎপাদিত ফসল মজুত রাখতে পারে। বেশি করে গাছ লাগানো ও অপরিকল্পিতভাবে গাছ কেটে বন উজার না করতে জনগণকে আরো উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি।

৬. বাংলাদেশ একটি অতি ঘন বসতি জনসংখ্যা বহুল দেশ এবং জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিনিয়ত খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজন সারা বছর চাষাবাদ করা, উৎপাদন বাড়ানো, সমন্বিত চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো এবং এর জন্য দরকার জৈব/অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে পরিবেশ /প্রতিবেশ সংরক্ষণ করা। এর জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মিলে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন কঠিন কাজ, কারো একার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। তাই কৃষক, শ্রমিক, কৃষিবিদ, কৃষি বিশেষজ্ঞ, কৃষিকর্মী, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা যারা কৃষি নিয়ে কাজ করে তারা সহ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একত্রে সমন্বয় করে কাজ করলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহজ হবে। জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার নানাবিধ উপায়ে, বিভিন্নভাবে কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। এই ক্ষেত্রে কৃষির বিভিন্ন সেক্টরে উৎপাদনও দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে-সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত সম্ভব॥ ❑

আদিবাসীরা প্রকৃতির সন্তান

ফাদার গৌরব জি পাথাং সিএসসি

আদিবাসীরা মূলত প্রকৃতির সন্তান। জন্মের পরই একজন শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় প্রকৃতির সঙ্গে। যেখানে গাছ-পালা, বন-অরণ্য, নদী-সাগর, পাহাড়-টিলা, ঝরনা নেই, সেখানে আদিবাসীও নেই। আদিবাসী আর প্রকৃতি যেন একে-অপরের পরিপূরক। প্রকৃতিতেই তাদের জন্ম, প্রকৃতিতেই তাদের বেড়ে ওঠা, প্রকৃতির মতই তারা প্রাণবন্ত, প্রাণচঞ্চল, সহজ-সরল। প্রকৃতি আছে বলেই তারা বেঁচে আছে। তারা প্রকৃতি থেকেই জীবন ধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সংগ্রহ করে থাকে। তারা প্রকৃতি থেকেই কাঠ, ঘর নির্মাণের সামগ্রি, ঔষধ, জল, ফল-মূল, খাদ্য ও জ্বালানি সংগ্রহ করে। প্রকৃতি তাদের দান করে, তারাও গ্রহণ করে। আর তারাও প্রকৃতিকে যত্ন করে, দেখা-শোনা ও লালন পালন করে। প্রকৃতির এ দান তারা যেমন গ্রহণ করেছে তেমনি দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি, জীব ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা এবং বৃদ্ধিকল্পে আদিবাসীরা নীরবে নিভৃতে অবদান রেখে যাচ্ছে। প্রকৃতির কোলে জন্ম নেওয়া একজন শিশু শৈশবকাল থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করে, নিজের অস্তিত্বের জন্য প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার নিরন্তর সংগ্রাম করে। যদিও প্রকৃতি মাঝে-মাঝে তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করে। পাহাড় ধ্বস, বন্যা, খরা, অনুর্বরতা, পোকা-মাকড়, ইঁদুর, বন্যায় ফসল নষ্ট হয়, ঘর বাড়ি ভেঙে যায়। তবু তারা দরিদ্রতা ও প্রকৃতির কঠোর আঘাত সহ্য করে প্রকৃতির মাঝে প্রশান্তি খুঁজে পায়। আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা, খাদ্য-বস্ত্র, পূজা-অর্চনা, ধ্যান-সাধনা, আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধন সবই প্রকৃতি নির্ভর। অনেক আদিবাসী এখনও বাঁশের তৈরি পেয়ালায় জল পান করে, কলাপাতা বা গাছের পাতায় খাদ্য গ্রহণ করে। নিজেদের তৈরি পোষাক ও বিভিন্ন বস্ত্রাদি ব্যবহার করে।

আদিবাসীরা আজকের শিশুদের জন্য সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-বনানী, ফুল-ফল, পশু-পাখি, জীবজন্তু ও প্রকৃতিকে লালন-পালন করেছে। আদিবাসীরা নানা খাদ্যের আবিস্কার করেছে। কত খাদ্য কত ঔষধ আবিষ্কার করেছে তারা। জাতিসংঘ বলেছে, আমরা যে চা, চিনি, কফি, আলু, ডাল খাই এসব আবিষ্কার করেছে বিভিন্ন দেশের আদিবাসীরা। পৃথিবীতে যত ঔষধ আছে তার ৭৫ ভাগ এসেছে আদিবাসীদের জ্ঞান থেকে। পেনিসেলিন, ডিজিটালিস, কুইনিন ঔষধ যে গাছ-গাছড়া থেকে আবিস্কৃত হয়েছে তার জ্ঞান এসেছে আদিবাসীদের কাছ থেকে। আদিবাসীরা মূলত প্রকৃতি-পূজারী। তাদের আদিপুরুষগণ যুগ-যুগ ধরে সূর্য, চন্দ্র, বটবৃক্ষ আগুনসহ নানা দেব-দেবীদের পূজা করতেন। তাদের প্রকৃতি প্রেম, প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা, ভালবাসা পৃথিবীর জন্য এক বিস্ময়কর অনুভূতি। পৃথিবীর সুন্দর পরিবেশের প্রতি তাদের ভালবাসা, উদারতা ও আগ্রহ সত্যি আশ্চর্যজনক। তাদের মত এত হৃদয় দিয়ে প্রকৃতিকে কেউ ভালবাসেনি কখনো। পরিবেশ ও বনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য আদিবাসীরা জীবন পর্যন্ত দিয়েছে। এমন ঘটনা ইতিহাসের পাতায়-পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ ভারতের উত্তর প্রদেশের গারওয়াল হিমালয় উপত্যকার চামোলি জেলার হেমওয়ালঘাটি এলাকার রেনি গ্রামের একদল নারী গাছ কাটতে আসা ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। খেলাধুলার সরঞ্জাম তৈরি করে এমন একটি কোম্পানিকে কাঠ সরবরাহ করার জন্য তিনশো গাছ কাটার সরকারী অনুমতি পেয়েছিল এই ঠিকাদারটি। তারা গ্রামের লোকদেরকে প্রতিবাদ করতে দেয়নি। গুলি করার ভয় দেখিয়েছিল। তখন এই লোকেরা গাছ কাটার জন্য চিহ্নিত গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরেছিল। তারা প্রতিবাদ করে বলেছিল, আমাদের হত্যা না করে কেউ গাছ কাটতে পারবে না। দৃঢ় প্রতিবাদের মুখে পিছু হটে গিয়েছিল। এ রকম আরো ঘটনার জন্য বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে সেখানকার মেয়ে অমৃতা। একবার এক রাজা দূর্গ বানানোর জন্য কাঠ কাটতে পাঠিয়ে ছিল। অমৃতা তাদের দেখামাত্র গ্রামের সকলকে জানিয়ে দিল। গ্রামের লোকেরা কাঠুরিয়াদের বারণ করল কিন্তু তারা শুনল না। তাই অমৃতা ও তার সঙ্গীরা গাছ জড়িয়ে ধরে প্রতিবাদ করল। আর কাঠুরিয়ারা তাদের হত্যা করেই গাছ কেটে নিয়ে গেল। অমৃতা মৃত্যুর আগে বলেছিল, "আমার জীবনের দাম আর কতটুকু? তবু যদি তার বদলে একটা গাছের জীবন বাঁচে।" ভারতের রাজস্থান রাজ্যের যোধপুর জেলার একটি গ্রামের দুইজন নারীকর্মী ও গোরা বৃক্ষ রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছিল। এমন ঘটনা আদিবাসীদের জীবনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। আদিবাসীরা বন প্রকৃতিকে রক্ষা করতে জানে। তারা জানে গাছপালা, বন-বনানী, অরণ্য-পাহাড় এসব পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখে। তাই তারা জীবন ও জীবিকা দিয়েই প্রকৃতি, বন ও পরিবেশ রক্ষা করে যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে আদিবাসীরা জুম চাষ করতে গিয়ে বন কেটে ফেলছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হল তারা একদিকে গাছ কেটে ফেললেও অপরদিকে জীবিকার প্রয়োজনে গাছ রোপণ করছে। মধুপুর ও বান্দরবানের বনাঞ্চলে এখন অনেক ফলের গাছ রোপণ করা হচ্ছে। কারণ তারা জানে গাছপালা ও বন-বনানী ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। জগতের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ও মানুষের বেঁচে থাকার জন্য গাছপালা ও বনের বিকল্প নেই। বন কিংবা গাছপালা না থাকলে এ জগতও ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্তমানে প্রকৃতি, বন ও পরিবেশ রক্ষা বিষয়টি সারা বিশ্বেই বেশ আলোচিত হচ্ছে। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে আন্তনির্ভরশীলতা, সুসম্পর্ক যতবেশি দৃঢ় হবে, ততবেশি উপকার ও লাভবান হবে মানুষ। শুধু তাই নয়, প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষিত হলে মানুষ ও প্রাণীজগতের সকলেই উপকৃত হবে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমিত হবে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড হ্রাস পাবে, আবার পৃথিবী সুন্দর হয়ে ওঠবে॥ ❑

বিশ্ব প্রকৃতির জীববৈচিত্র্য নিয়ে ভাবার সময় এখনই

লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বিশ্ব আজ মহামারী করোনাভাইরাসের সংক্রমণের শিকার এবং প্রায় সব দেশগুলো লকডাউনের মাধ্যমে এর সাথে লড়াই করছে। লকডাউনের সময়ে পরিবেশ কিছুটা উপকৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। করোনাভাইরাস লকডাউনে অনেক দেশের প্রকৃতি তার স্থানগুলো পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত ছিল। বিশ্ব পরিবেশও ছিল অনেকটা দূষণমুক্ত প্রাণচঞ্চল। জীববৈচিত্র্য এখন মানুষের উদ্বিগ্ন ক্রিয়াকলাপের হ্রাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে এবং নিজেকে একটু গুছিয়ে পরিষ্কার করে নিতে পারছে। অন্যান্য জিনিসের মতো পরিবেশেরও কিছুটা ডাউন টাইমের প্রয়োজন আছে, যার কিছুটা সময় পেয়েছে প্রকৃতি এই দীর্ঘ লকডাউনে।

প্রতি বছর ৫ জুন পালন করা হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ভিন্ন-ভিন্ন প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে থাকে জাতিসংঘ। জাতিসংঘ এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে। 'Biodiversity' বা 'জীববৈচিত্র্য' আর স্লোগান 'Time for nature' বা 'প্রকৃতিকে বাঁচানোর এখনই সময় 'অর্থাৎ জীববৈচিত্র্য তথা প্রকৃতিকে বাঁচানোর সময় এখনই। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৭তম অধিবেশনে বিশ্বের জনসাধারণকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশে উক্ত অধিবেশনের অনুমোদনক্রমে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিবসটি প্রতিবছর সারাবিশ্বে পালিত হয়ে আসছে। পৃথিবীতে বিরাজমান জীবগুলোর প্রাচুর্য এবং ভিন্নতাই হলো জীববৈচিত্র্য। আমেরিকান জীববিজ্ঞানী ইএনরসে এবং তার সহযোগিদের মতে 'জৈববৈচিত্র্য হলো জল, স্থল সকল জায়গার সকল পরিবেশে থাকা সকল ধরনের জীব এবং উদ্ভিদের বিচিত্রতা।' পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৩ লাখ প্রাণী প্রজাতি এবং ৪ লাখ উদ্ভিদ প্রজাতির বর্ণনা পাওয়া যায়। মানুষ পরিবেশের একটা অংশমাত্র। তাই পরিবেশ রক্ষায় এবং মানুষকে টিকে থাকতে হলে বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য জীব তথা জীববৈচিত্র্যের সাহায্য প্রয়োজন। আমাদের পৃথিবী থেকে বর্তমানে ১ মিলিয়ন উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্তির পথে, এই ইস্যুতে মনোযোগ দেয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ সময় আগে কখনো হয়নি।

সারা বিশ্ব বিগত প্রায় চারমাস লকডাউনে কোভিড-১৯ এর কারণে। এসময় স্থলে বায়ুদূষণের পরিমাণ কমেছে, দূষণ কমেছে সমুদ্রে, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ পর্যটন অঞ্চলও স্বস্তিতে রয়েছে। লকডাউনে দেশের কক্সবাজার সমুদ্র-সৈকতে দেখা মিলেছে ডলফিন, সমুদ্র পাড়ে দেখা গেছে হরিণের দৌড়, বালিতে জন্মছে সারি-সারি ছোট উদ্ভিদ। সেন্ট মার্টিন দ্বীপে বেশি পরিমাণ ডিম পারছে সামুদ্রিক কচ্ছপ। সবাই যেন ফিরে পেয়েছে তাদের আদি আবাসস্থল।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ধরনের জীববৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে রয়েছে সুন্দরবন, পাহাড়ি অঞ্চল, হাওর, শালবন ও সমুদ্র অঞ্চল। দেশের সুন্দরবন এক বিশাল জীববৈচিত্র্যের আধার। প্রায় ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের পৃথিবীর বৃহত্তম নিরবিচ্ছিন্ন ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। বাংলাদেশের আওতায় প্রায় ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার বা ৬০ শতাংশ, বাকি ৪০ শতাংশ ভারতের আয়ওতায়। ইউনেস্কো ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরবনের ১,৩৯,৭০০ হেক্টর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এলাকাকে ৭৯৮তম বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে। সুন্দরবন নানা ধরনের প্রাণীবৈচিত্র্যে অনন্য, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার, যার সর্বাধিক গুরুপূর্ণ আবাসস্থল সুন্দরবন, এটি বনের প্রাকৃতিক সিকিউরিটি গার্ড হিসেবেও কাজ করে থাকে। বন বিভাগের তথ্যমতে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে শাবকসহ বাঘের সংখ্যা ছিল ৪৪০টি। ১১ বছরে বাঘের সংখ্যা কমে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের বাঘের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৬টি। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা আবার কিছুটা বেড়ে দাঁড়ায় ১১৪টি। বর্তমানে এর সংখ্যা আরো ৫০টি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা বন বিভাগের। চোরা শিকারি আর কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাঘের আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই সঙ্গে হরিণ শিকারের কারণে খাদ্য সঙ্কটে বাঘের সংখ্যা বাড়ছে না।

পৃথিবীতে ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন শুধুমাত্র জীববৈচিত্র্যের জন্যই সংরক্ষণ করা জরুরি নয় বরং প্রতিকূল পরিবেশে এটি দেশের দক্ষিণাঞ্চল তথা পুরো দেশের জন্য চীনের মহাপ্রাচীরের মতো প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে লড়ে যাচ্ছে। যার ফলে দেশে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কম হয়। দেশে সম্প্রতি সুপার সাইক্লোন আম্পানের তাণ্ডবে গতি অনেক কমে যায় সুন্দরবনের জন্য, এটি না থাকলে হয়তো দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক প্রাণহানিসহ ওই অঞ্চলের পুরোটা লোনাপানিতে তলিয়ে যেতে পারত। সুন্দরবন ঢাল হিসেবে রক্ষা করছে এটিই প্রথমবার নয়। এর পূর্বেও সিডর, আইলা, ফণী বা বুলবুলের মতো অসংখ্য ঘূর্ণিঝড়কে সুন্দরবন থামিয়ে দিয়েছে তার বৃক্ষরাজি দিয়ে।

জীববৈচিত্র্য, প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়াটা এখন একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি আর নির্দিষ্ট কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নেই, পুরো পৃথিবী জুড়েই এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। প্রকৃতি, পরিবেশ ও জলবায়ুর সাথে জীববৈচিত্র্যের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।

বিশ্বের জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানের ওপর প্রকৃতিগতভাবে যে

প্রভাব ফেলছে, তার ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। জীববৈচিত্র্য তার নিজ গতিপথে চলে, সে নিজেই তার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ডে প্রকৃতি এত বেশি বিধ্বংসী হয়েছে যার ফলে প্রকৃতিতে কার্বনের মাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, ক্ষতিকর ভারী ধাতুর পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নতুন-নতুন ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাসের সৃষ্টি হচ্ছে। যা প্রকৃতি ও তার জীববৈচিত্র্য নির্মম ধ্বংসের ফলাফল। পৃথিবীর ফুসফুসখ্যাত আমাজনে ৩০ লাখ প্রজাতির গাছপালা রয়েছে। যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের থাকা অক্সিজেনের ২০ শতাংশ সরবরাহ করে থাকে। গবেষকদের মতে, এখানকার বন্য প্রজাতিরা ২০০ কোটি মেট্রিক টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে থাকে। বিশ্বে আজ করোনাভাইরাসের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশের ক্ষতি ও বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য ধ্বংসের ফলে তারা লোকালয়ে প্রবেশ করেছে। যা মানুষের বেঁচে থাকার জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও পরিবেশের এমন ধ্বংসযজ্ঞ কর্মকাণ্ড বেড়েই চলেছে যেমন: নদী ভরাট, নদী দূষণ, অতিরিক্ত মাত্রায় পলিথিনের ব্যবহার, অবাধ বৃক্ষনিধন, বায়ুদূষণ, উপকারি প্রাণিকূল ধ্বংস, পাহাড় কাটা, বনায়ন ধ্বংস, ইট-ভাটার কালো ধোঁয়া, নিয়ম না মেনে নদীতে অতিরিক্ত মাত্রায় মাছ শিকার, কৃষি জমিতে নগরায়ন ইত্যাদি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে স্থলে উচ্চ তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ে উপকূল অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হওয়া এখন স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে, এভাবেই বিশ্বের অনেক দেশে জীববৈচিত্র্যের বিনাশ হয়ে চলেছে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এরই ধারাবাহিকতায় বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্যের করুণ অবস্থা দেখে প্রকৃতির যত্ন নিতে ঘোষণা করেছেন "লাউদাতো সি" প্রকৃতি বর্ষ *(২৪ মে, ২০২০-২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ)*। এই একটি বছর আমরা প্রকৃতির জীববৈচিত্র্য নিয়ে ভাববো, বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস চলাকালীন সময়ে প্রকৃতি জলবায়ু নিয়ে কিছু করার চেষ্টা করি। এখনই উপযুক্ত সময় জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন জলবায়ুর বিপর্যয় ও মানুষের নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়' এই দুয়ের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য ও অনস্বীকার্য যোগসূত্র রয়েছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের বিপর্যয়ে এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য দায়ী মাবনজাতি। বৈশ্বিক জলবায়ুর অভূতপূর্ব ও দ্রুত পরিবর্তনের ফলে গোটা মানব-পরিবারের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। মানুষ ধরিত্রীর কান্না না শুনে, পরিবেশের কথা না ভেবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির কথা ভাবছে। ফলে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার জন্য সবাইকে বিশেষ করে যুবাদের একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে। এজন্য আমরা কয়েকটি সাধারণ পদক্ষেপ নিতে পারি এবং সেগুলো অভ্যাসে পরিণত করতে পারি- বিশেষ-বিশেষ দিনে এবং সুযোগ বুঝে বৃক্ষরোপণ করা। বৃক্ষনিধন রোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলা। প্লাস্টিকের ব্যাগ, প্যাকেট ও বোতল এবং পরিবেশ-অবান্ধব জিনিসের ব্যবহার বর্জন করা। বর্জ্য বা ময়লা সঠিক স্থানে ফেলা ও পৃথক করে রাখা। পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা করা ও জনসচেতনতা গড়ে তোলা। বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ ও আলোদূষণ না করা। পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারে যতদূর সম্ভব পরিমিত হওয়া। সৃষ্টির সকল কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করা এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে আরো সংযুক্ত থাকা।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বান-আরো সুন্দর, সমন্বিত ও বসবাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের একত্রে প্রার্থনা ও কাজ করতে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র্যের প্রভাব রয়েছে। প্রকৃতিতে যেসকল জীব এক সময় অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হতো, সময়ের বিবর্তনে দেখা গেছে তারা প্রকৃতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

দৈনিক কালেরকণ্ঠ,
পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন পত্র, "লাউদাতো সি: তোমার প্রশংসা হোক"।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

দীনেশ পিটার রেগো

'করোনা' কেড়ে নিচ্ছে প্রাণ, দেশে ধেয়ে এলো 'আম্পান',
দোঁহে মিলে বিষাক্ত করল পরিস্থিতি,
সুপার সাইক্লোন নাম, ধ্বংসিলো সে হাজারো গ্রাম,
প্রকৃতির কেমন এই নির্মম নীতি?
উপকূলীয় নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-অনাহারী,
'আম্পান' ফল-ফসল করেছে হরণ,
মাছের ঘের ছিল যত, ঝড় করেছে কুক্ষিগত,
চাষীদের দুরবস্থা, জীবন্ত মরণ!
জলোচ্ছ্বাসে ভাঙল বাঁধ, ঝড় শোনে না প্রতিবাদ,
ভুক্তভোগীর দুর্দশা বোঝে না 'আম্পান',
ঘর-বাড়ি গবাদি পশু, হ'রে নিয়েছে এই দস্যু,
খেয়ে নিলো হিংস্র ঝড় মানুষের প্রাণ!
কিভাবে বাঁচবে জীবন, হারালো যারা মূলধন,
ত্বরিত জরুরী তাদের পুনর্বাসন,
সরকার যদি দয়া করে, শূন্য আঁধার যাবে ভ'রে;
ক্ষতিগ্রস্ত ফিরে পাবে নতুন জীবন।
লকডাউন ঢিলে করে, সে কারণে লোক মরে,
'করোনার' উপদ্রব বাড়ে প্রতিদিন,
আতঙ্কে আছে বিশ্ববাসী, কারো অধরে নেই হাসি,
গৃহবন্দী থেকে তারা অস্তিত্ববিহীন।
প্রতিষেধক দিবে বলে, মঙ্গল হবে তাই হ'লে,
ক'টি দেশের গবেষণা সচল আছে,
কবে ফুটবে সুপ্ত আলো, ঘুচবে তামসের কালো,
দূরত্ব ভেঙে দিয়ে থাকব কাছে-কাছে।
আর তো ভালো লাগে না, অবরোধে মন বসে না,
অদৃষ্টের কি পরিণতি কেউ জানে না,
বাঁচি কিবা মরি ভবে, কাল-পরশু কি যে হবে,
চপল মন বন্দীদশা আর মানে না।
পৃথিবী আজ মৃতপ্রায়, মানুষ বন্দী পিঞ্জিরায়,
স্থবির হয়ে জনপদ ঠায় দাঁড়িয়ে,
কোথায় ঈশ-উপাসনা, দেবালয়ে নেই ভজনা,
ধর্মপ্রাণ মানুষ কাঁদে পূজন হারিয়ে।
'করোনা' করে প্রাণহানি, 'আম্পান' অতি হিংস্র জানি,
ব্যাপক ধ্বংস করে ওরা যার ইচ্ছে যা,
দুই শত্রুর অত্যাচার, অস্বাভাবিক দূরাচার,
দুঃসময়ে 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা'!!

মা মারীয়ার জন্মদিনে

ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু

একটি শিশুর জন্ম পরিবারে আনন্দ আনে ও ঐশ আশির্বাদের দৃশ্যমান চিহ্নও বটে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রথম সাক্রামেন্ত দীক্ষাস্নান ক্রিয়ার শুরুতেই যাজক পিতা-মাতা ও ধর্মপিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন, শিশুকে পেয়ে তারা আনন্দিত কিনা? কেউ সরবে উত্তর দিয়ে আবার কেউ মুচকি হেসে তাদের আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। যাজকও তখন জানান, মণ্ডলীও আনন্দিত এই সদস্যকে পেয়ে। আসলে মানব ব্যক্তির জন্ম জগতে নব প্রত্যাশা নিয়ে আসে। তাই মনে করা হয়, নতুন শিশু ঈশ্বরের ভালবাসার চ্যানেল ও জগতের শান্তি হওয়ার সম্ভাবনা ও শক্তি রাখে। মা মারীয়ার ক্ষেত্রে তা পূর্ণ সত্য। যিশু যদি হন ঈশ্বরের ভালবাসার পূর্ণ প্রকাশ তাহলে মারীয়া সেই ভালবাসার পূর্বচ্ছবি। যিশু যদি মানব পরিত্রাণের পূর্ণতা এনে থাকেন, তাহলে মারীয়া হলেন এর উষালগ্ন বা আরম্ভ।

জন্মদিন উদ্‌যাপন সাধারণত এর পালনকারী, পরিবার ও বন্ধুদের আনন্দ দেয়। যিশুর জন্মের পরই, মারীয়ার জন্ম জগতকে সেই মহাআনন্দ দেয়। প্রতিবার তা পালনে জগতে ও আমাদের অন্তরে শান্তি আসে।

কাথলিক মণ্ডলীতে মা মারীয়ার অনেক পর্ব পালিত হয়। প্রধান কয়েকটি হল; ঈশ্বর জননী মারীয়া (১লা জানুয়ারি), দূত সংবাদ (২৫ মার্চ), অমলোদ্ভবা মারীয়া (ডিসেম্বর ৮), জন্মদিন (৮ সেপ্টেম্বর), স্বর্গোন্নয়ন ইত্যাদি। তার মধ্যে মারীয়ার ৩টি পর্ব জাঁকজমক সহকারে পালন করে:-

১) তাঁর মা আন্নার গর্ভে তার conceived হওয়া-যা মণ্ডলী স্মরণ করে ৮ ডিসেম্বর, অমলোদ্ভবা মারীয়া।

২) যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, ৮ সেপ্টেম্বর।

৩) এজগতে তার জীবন সমাপ্ত করেন এবং দেহ-আত্মাসহ স্বর্গে উন্নীত হন-মণ্ডলী তা পালন করে ১৫ আগস্ট।

মাতৃগর্ভ থেকে মারীয়া পবিত্র আত্মায় জীবনপ্রাপ্ত। এক মুহূর্তের জন্য তা থেকে তিনি বঞ্চিত হননি। তাই ঈশ্বর তাঁর মাকে দেহ-আত্মায় স্বর্গে তুলে নেন, এজগতে তার কর্ম সম্পাদন হলে।

ভোরের সৌন্দর্য আমরা বেশিক্ষণ দেখি না, উপভোগ করি না, কিন্তু সে সৌন্দর্যে আমরা আপ্লুত হই যে শীঘ্রই সূর্য উঠছে এবং এর আলো ও উষ্ণতা দিয়ে জগতের সবকিছুকে জীবন দিবে। একইভাবে, মা মারীয়ার জন্ম জগতের জন্য চিহ্ন যে মশীহ; জীবনদাতা, যার আগমন হাজার-হাজার বছর ধরে প্রতীক্ষমান, তা' আসন্ন। তাই, মারীয়ার জন্মে আনন্দ হবারই কথা; একারণে যে, শেষ পর্যন্ত পরিত্রাণ আসছে।

মা মারীয়ার জন্মদিনে আনন্দ করি। কারণ ঈশ্বরই প্রথম মানুষকে ত্রাণকর্তার মা হতে দিলেন। অনেকে মনে করত যে ত্রাণকর্তা কোথা থেকে আসবেন তা কেউ জানবে না। অথচ অসীম ঈশ্বর সহজ (simple) উপায় নিলেন, 'নারী থেকে জাত'*(গালাতীয় ৪;৪)*। আমরা অনেকেই আমাদের মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ-দানরূপে দেখি এবং শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মনে করি। অনেক সিনেমাতে তা তুলে ধরা হয়েছে। মা মারীয়াকেও তেমনি তুলে ধরা হয়েছে। সত্যি, প্রজ্ঞা সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল-সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের চেয়েও উজ্জ্বল; আলোর সাথে তার তুলনা করলে, প্রজ্ঞাই আসে প্রথম *(প্রজ্ঞা ৭:২৯)*। তাই, এটা অতুলনীয় যে মারীয়াকে তিনি মাত্র তার ছেলেন মা রূপে নির্ধারণ (destined) করেননি, আমাদের মা-ও করেছেন। আমাদের ভুললে চলবে না যে মারীয়ার মাধ্যমেই আমরা সকল দান পেয়েছি। তাই আমাদের মা মারীয়ার জন্মদিনে আমরা আনন্দ করি।

মা মারীয়া মানবজাতির জন্য এক মহাদান। পুণ্যতা ও পবিত্রতায় পূর্ণ ছিল তাঁর জীবন। কোন পাপ মারীয়াকে স্পর্শ করেনি। তাঁর অস্তিত্ব থেকেই তিনি পবিত্র আত্মার জীবন উপভোগ করেন। মায়ের সাথে একাত্ম হয়ে আমরাও ঐশ-জীবন ও পবিত্র আত্মায় পুণ্যতায় অংশগ্রহণ করতে আহূত। মা মারীয়ার নীরবতা শান্তিরই দান। যা ঈশ্বর ও অন্যদের সাথে তার শান্তিময় সম্পর্ককে প্রকাশ করে।

প্রকৃতপক্ষে মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ মা মারীয়াকে ঘিরে। তাইতো তিনি সকল মায়ের আদর্শ। মারীয়ার মধ্যে কুমারীত্ব ও মাতৃত্ব দুটোই একসাথে, তাই, তিনি শুভ্রতম। মারীয়া কুমারী তা প্রকাশ করেছেন ঐশবাণী ও পবিত্র আত্মায় তাঁর বিশ্বস্ততার মধ্যদিয়ে। আর মা (উর্বরতা) প্রকাশ করেছেন শ্রবণ, প্রার্থনা ও ভালবাসার মধ্যদিয়ে। কুমারী মারীয়ার জন্মদিন তাই আমাদেরকে আহ্বান করে কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করতে;

পরিবারে মাতৃত্ব : মাতৃত্বে নারীর গৌরব ও মর্যাদা-আনন্দ-বেদনার অনন্য অভিজ্ঞতায় মায়েরা নিজেদের মধ্যে মানব সত্তাকে আশ্রয় দিচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা শিশুর ওপর ঈশ্বরের অনাবিল হাসি উদ্ভাসিত হয়। মাতৃত্ব ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান ও উপহার। মায়ের গর্ভ সন্তানের প্রথম আশ্রয় ও আবাস। তাই, ঈশ্বরের দান স্ত্রী/মার গ্রহণ করা উচিত বিনাশর্তে। মা হতে চাওয়া নারীর চিরন্তন ও স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা-চাহিদা। মা তার পরিবার, স্বামী ও সন্তানদের জন্য ত্যাগস্বীকার করেন, আত্মদান ও আত্মত্যাগ করেন। মাতৃগর্ভে ভ্রুণের সঞ্চার হওয়ার সাথে-সাথে মাতৃত্ব ও মানব জীবনের অপূর্ব মিলন গড়ে ওঠে।

মাতৃত্ব অস্বীকার ও অবমাননা

-সন্তান সীমিত করতে (আর্থ-সামাজিক কারণ) কৃত্রিম জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, বন্ধ্যাত্বকরণ ও গর্ভপাত- এসব মারাত্মক পাপ।

- ***মাতৃত্বের অবমাননা:*** তাদের ভোগের ও পণ্য-সামগ্রীরূপে গণ্য ও ব্যবহার, যৌতুক ও পণপ্রথা, ভায়োলেন্স, গণ-মাধ্যমে তাদের প্রচার, ইভটিজিং, বিক্রি, ধর্ষণ, নারীদের পবিত্র দেহ অপবিত্র করা। যারা তা করে, ঈশ্বর তাদের ধ্বংস করবেন।

- কোন কোন মা স্বার্থপর, নিজের সুবিধার জন্য সন্তানদের শিক্ষা ও গঠনে অবহেলা করে। সন্তানদের শুধু দেওয়াই যথেষ্ট নয়-তাদের শাসন ও নৈতিক-আধ্যাত্মিক গুণাবলীতে গড়ে তোলা-নিজের জীবন যেন তাদের কাছে হয় দৃষ্টান্তস্বরূপ

জন্মদিনে আমরা মাকে কি উপহার দিব? ৬জন ছেলে-মেয়ে যাদের কাছে মা মারীয়া দেখা দিয়েছেন (জাকব, মিরজানা)-তাদের প্রতি মা ছিলেন দরদী ও তাদের দুঃখ যাতনার প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা আমাকে জন্মদিনে কি উপহার দিবে'? জাকব দুঃখ ভরা মনে বলল, হে ধন্যা মা, আমার যে কোন টাকা নেই'! মা মারীয়া বললেন, 'ওহে জাকব, আমার জন্মদিনের জন্য কোন টাকা-পয়সা লাগে না। আজ রাতে বাড়িতে গিয়ে তোমার অনুভূতি তোমার হৃদয়-অন্তরে তোমার কথা বল-বাইরে যাও ও আকাশের দিকে তাকিয়ে বল, 'হে প্রিয় যিশু, এসব তোমার ভালবাসার জন্য'- পরদিন সন্ধ্যায়, মা মারীয়া জাকবকে ধন্যবাদ জানান গত সন্ধ্যার দানের জন্য। রোজারীর সময় স্বর্গমর্তের রাণী মারীয়ার আবির্ভাব হয়। জাকব বলে ওঠে 'শুভ জন্মদিন মা'। ভয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মা মারীয়া নিচু হয়ে জাকবকে তুলে ধরেন। মা মারীয়ার জন্মদিনে কি উপহার আমরা দিব?

আমাদের মায়েরা ছোটবেলায় আমাদের টাকা দিতেন উপহার কেনার জন্য-মা খুশি হতেন।

কেন আমরা মা মারীয়াকে মণি-মাণিক্য দেই না? আমরা অনেকে তা দিতে পারি না টাকার জন্য। কিন্তু আমরা পারি শালিনতা অর্থাৎ চিন্তা, কথা, কাজের বিশুদ্ধতা দিতে। আর এসবই মণি-মানিক্য। আর পিতা-মাতারা: কেন আমরা সন্তানদের মূল্যবান উপহার হিসাবে মা মারীয়াকে দেই না? মা মারীয়ার জন্মদিনে যথার্থ উপহার দান করি রোজারিমালা প্রার্থনা করে। যে প্রার্থনার ফলে শয়তানও ভূমিসাৎ হয় আর আমরাও অন্তরে আরাম পাই। মায়ের জন্মদিন পালনে যেমনি আনন্দ করি রোজারিমালা করেও আমরা মা মারীয়াকে আনন্দ দিতে পারি। কেননা তিনি তাঁর সন্তান এই আমাদেরকে রোজারিমালা প্রার্থনা করতে আহ্বান করেছেন॥ ❑

সুযোগ

খোকন কোড়ায়া

রুপালীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে ক্রমশ। আজ মাসের সাতাশ তারিখ, এখন পর্যন্ত কোন বাসা খুঁজে পায়নি সে। হোস্টেল, সাবরেন্ট বাসা অনেক খুঁজেছে কিন্তু সমাধান মেলেনি কোথাও। শুরুতে আগ্রহ প্রকাশ করে সবাই কিন্তু যখনই শুনে নার্স তখন সবার চেহারা পাল্টে যায়। মুখের উপর বলে দেয় - নার্স ভাড়া দিয়ে বাসায় করোনা ঢুকাবো নাকি! এই বাসায় এক বছর যাবত একটি পরিববারের সঙ্গে সাবরেন্ট হিসেবে রুপালীরা চার বান্ধবী থাকে। দেশে করোনা বিস্তারের পর বান্ধবীরা যখন জানতে পারে রুপালীদের হাসপাতালে করোনার চিকিৎসা দেয়া হয় তখন থেকেই বন্ধুত্ব কমতে থাকে। এরপর সাত তারিখে জানিয়ে দেয় রুপালী যেন আগামী মাস থেকে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করে।

লকডাউনের মধ্যেও বাসা খুঁজতে বের হচ্ছিলো রুপালী। গেটের কাছে এক যুবক 'এক্সকিউজ মি' বলে ওর গতিরোধ করে। মাস্ক খুলতেই যুবককে চিনতে পারে রুপালী, উনার মা করোনায় আক্রান্ত হয়ে ওদের হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, কয়েকদিন হল সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। ভদ্রমহিলা গত পরশুও ফোন করে রুপালীর কুশলাদি জিজ্ঞেস করেছেন। রুপালীকে বিস্মিত হতে দেখে যুবক বলে - আমাকে চিনতে পারছেন নিশ্চয়ই? মা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য।

- খালাম্মা কি আবারো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন নাকি?

- না, মা বলেছেন এখন থেকে আপনি আমাদের বাসায় থাকবেন।

- কি বলছেন আপনি এসব?

কেন মনে নেই, আমার মৃত্যুপথযাত্রী মাকে আপনি যখন সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছেন তখন মা আপনাকে একজোড়া কানের দুল উপহার দিতে চেয়েছিলেন, আপনি নেননি, বলেছিলেন, সেবা করাটা আমার দায়িত্ব। মা তখন বলেছিলেন, ঠিক আছে। তবে যদি কখনো তোমার উপকার করার সুযোগ পাই, তখন কিন্তু না করতে পারবে না। আপনি বলেছিলেন, ঠিক আছে খালাম্মা। আজ মা সেই সুযোগ পেয়েছেন॥ ❑

অদ্রিশিখর

ভেলোরিনা পৌষিয়া সরকার

এসেছিলাম অনেক স্বপ্ন নিয়ে
জেনেছিলাম পথটি হবে না এতটা সহজ
তবুও কোথায় যেন ছিল মনের দৃঢ় সাহস
আজ দীর্ঘ পথ পারি দিয়ে পিছনে ফিরে তাকালাম আবার
মনে হচ্ছিল, কার জন্যে সইছ সব বার-বার।
"আছি কি আসি সুখী সকল দুঃখ মাঝে?
পাচ্ছি কি আমি সুখ আমার সমস্ত কাজে?

প্রশ্নের আড়ালেই যেন সব উত্তর হারিয়ে যায়
মনের আঙ্গিনায় হারানো স্বপনগুলো হানা দেয়
বলে আমায় বার-বার, "ফিরে এসো এবার।
অনেক হয়েছে, নিজেকে নিয়ে ভাব আরেকবার।"

পরকালের স্বপ্ন ইহকালের সান্ত্বনা হয়ে ফুটে
অন্যের ইচ্ছায় নিজেকে সাজাতে, বাধ্য হতে সে শেখে
উন্মুক্ত হৃদয় চার দেওয়ালের চাপে নিভু-নিভু জ্বলে
"হায়রে তার কি করুণ দশা! মানুষে তা বলে।
পাশে ছিল একা নিজেরই সাথে, লড়েছে যুদ্ধ দুই হাত আকড়ে
বলেছে তারে, "শক্তি দাও আমারে
তবুও বলেনি সে, "পারছি না আর সইতে।"
সঙ্গী, সাথীরাতো ছিল না তার পাশে
নিজেরে করেছে দূর, সকলেরই মাঝে
দিন গেছে, কাল গেছে, মানুষ গেছে
সে যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গেছে, লড়ে গেছে।
মনে তার ছিল না কোন আশা, ছিল না বাঁচার কোন স্বপ্ন
শুধু জানতো সে করতেই হবে তাকে, পারবে নাকো ছাড়তে।

ঘন তমসার মাঝে যখন খুঁজছিল সে প্রাণ
হঠাৎ দেখল তখন রঙ্গিন এক সান।
সেই সানের আলোর ছটায় কাঁদল তার অন্তর মান।
বলল তাকে, "পারবেন আপনি, সাহস করে যান"।
পাশে ছিল বন্ধু হয়ে, পেল সঙ্গী একলা রাতে।
দেখল আবার স্বপ্ন সে, জাগল আবার প্রাণ হেসে।
দাঁড়াল এবার সকল রাজে, লড়বে এবার আপনার মাঝে
পার্থক্য শুধু লড়াইটা এবার নিজের জন্যে
যারা তারে এতদিন করেছিল করুণা
তারাই এবার বলছে তারে, "আর এসো না।"

স্বপ্নের জাহাজে উঠে পরেছে যে, থামার মেয়ে আর তো নয় সে
যা হবে তা দেখা যাবে, পাশে যে আছে সে॥

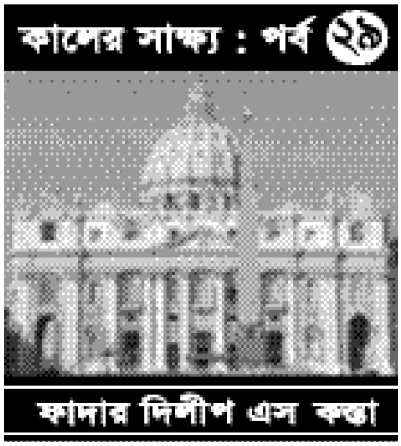

খ্রিস্ট মণ্ডলীতে মারীয়ার পর্ব

(পূর্ব প্রকাশের পর)

১৯) ধন্যা কুমারী মারীয়ার পবিত্র নাম (Holy Name of Mary): ১২ সেপ্টেম্বর, স্মরণ দিবস

নবজাত শিশুর নামকরণের আনুষ্ঠানিকতা বিশ্বের অনেক কৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে। ইহুদী প্রথায় নবজাতক শিশুর নামকরণ করা হতো জন্মের কয়েকদিন পরে। ইহুদী প্রথা অনুসারে জন্মের কয়েকদিন পর মারীয়ারও নামকরণ করা হয়েছিল। ইহুদীদের কাছে নামের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে বুঝানো হতো। পবিত্র বাইবেলে দেখা যায়, ঈশ্বর নিজেই তাঁর সেবকদের বেছে নেন এবং নাম দেওয়ার মধ্যদিয়ে তাদের স্বতন্ত্র বা বিশেষ কাজের জন্য মনোনীত করে রাখেন। মারীয়া নামটি বহুল প্রচলিত। হিব্রু শব্দ 'মরিয়ম' থেকে 'মারীয়া' শব্দটি এসেছে যার অর্থ 'দর্শিনী'। খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিভিন্ন সাধু-সাধ্বী ও আচার্যগণ মারীয়া নামের বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত করেছেন, যেমন: সিন্ধুতারা, মহারাণী, রক্ষাকারিণী, প্রভাতের তারা, দূতগণের রাণী ইত্যাদি। ভক্ত-বিশ্বাসীরা "প্রণাম মারীয়া" বলার মাধ্যমে মারীয়ার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পুণ্য নামের প্রকাশ পায়। সাধু বার্নার্ড লিখেছেন: "সঠিকভাবে মারীয়াকে সিন্ধুতারা বলা যায়। নক্ষত্র যেমন কিছুতে ম্লান না হয়ে কিরণ বিচ্ছুরিত করে, তেমনি পবিত্রতমা কুমারী মারীয়া তাঁর কুমারীত্ব অম্লান রেখে পুত্রকে প্রসব করেছেন। মারীয়া সেই উজ্জ্বল সিন্ধুতারা, যার কিরণ স্বর্গ-মর্ত-পাতাল আলোকিত করে। তিনি ভব পারাপারের ওপর দীপ্তি বিকীরণ করেন। ঝড়-ঝঞ্ঝারের সময় নিরাপদ বন্দরের পথ আমাদের দেখান।" সুতরাং 'প্রণাম মারীয়া' হলো মধুময়ী, আনন্দময়ী ও স্নেহময়ী নামেরই অভিব্যক্তি।

২০) শোকার্ত জননী মারীয়া (Our Lady of Sorrows): ১৫ সেপ্টেম্বর, স্মরণ দিবস

পবিত্র বাইবেলে মা মারীয়ার সপ্তশোকের বিবরণ রয়েছে। খ্রিস্টমণ্ডলীতে পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসবের পরে শোকার্ত জননী মারীয়ার স্মরণ দিবস পালন করা হয়। ক্রুশবিদ্ধ যিশু তাঁর চূড়ান্ত সময়ে বলেছিলেন: "মা, ঐ দেখ, তোমার ছেলে! তারপর তিনি শিষ্যকে বললেন, ঐ দেখ, তোমার মা!" (যোহন ১৯:২৬-২৭)। ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়ে মা মারীয়া জগতের সকলের মা হয়ে উঠলেন এবং মাতৃত্বের চরম সার্থকতা উপলব্ধি করেন। যিশুর আত্মোৎসর্গের সাথে মারীয়াও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মদান করেন। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর হৃদয় যেমন বর্শার আঘাতে বিদ্ধ হয়, তেমনি মারীয়ার মাতৃহৃদয়ও দুঃখে বিদীর্ণ হয়। যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর ফলে যারা নবজন্ম লাভ করে তারা ঐশ-সন্তান হয়ে ওঠে। আর মারীয়া ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়ে দুঃখ-বেদনায় ব্যথিত ভক্তদের জননী হয়ে ওঠেন এবং এক আধ্যাত্মিক মাতৃত্বের বন্ধনে তাদের আগলে রাখেন। মারীয়ার জীবনে অনেকগুলো শোকের ঘটনা রয়েছে, তবে তিনি তা ঐশ পরিকল্পনায় ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় গ্রহণ করেছেন।

শোকার্ত্বীতা মারীয়ার স্মরণে মণ্ডলীতে সপ্তশোকের মালার প্রচলন রয়েছে। মারীয়া সপ্তশোকের বাণী ধ্যানের ফসল হিসাবে অনেকগুলো গানও রচিত হয়েছে।

মারীয়ার সপ্তশোকের ঘটনাগুলো হল:

১) সিমিয়োনের ভবিষ্যৎ বাণী (লুক ২:৩৪-৩৫)

২) মিশর দেশে পলায়ন *(মথি ২:১৩-২১)*

৩) যিশুকে হারানো *(লুক ২:৪১-৫০)*

৪) যিশুর ক্রুশ বহন দর্শন *(যোহন ১৯:১৭)*

৫) যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু দর্শন *(যোহন ১৯:১৮-৩০)*

৬) মারীয়ার কোলে যিশুর মৃতদেহ *(যোহন ১৯:৩৯-৪০)*

৭) যিশুর সমাধি *(যোহন ১৯:৪০-৪২)*।

২১) পবিত্র জপমালার রাণী মারীয়া (Our Lady of the Rosary): ৭ অক্টোবর, স্মরণ দিবস

পোপ পঞ্চম পিউস (১৫৬৬-১৫৭২) লেপান্তর যুদ্ধের সময় মণ্ডলীকে তুর্কীদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে কুমারী মারীয়ার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দের এই যুদ্ধের সময় খ্রিস্টভক্তদের অনুরোধ করেন তারা যেন গভীর বিশ্বাসের সাথে রোজারীমালা প্রার্থনা করেন। যুদ্ধ ও বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর তিনি মা মারীয়াকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান 'খ্রিস্টানদের সহায়' স্তবকটি মারীয়ার লীতানীতে সংযুক্ত করেন। পরবর্তীতে 'জপমালায় বন্দিতা রাণী মারীয়ার' পর্ব পালনের সূচনা হয়। রোজারীমালা জপ করার সময় স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও মারীয়াকে প্রণাম জানাই। এছাড়া ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে হাঙ্গেরীর যুবরাজ ইউজিন হঙ্গেরীকে তুর্কী বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন মা মারীয়ার নিকট জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে। এই ঘটনার পর জপমালা রাণী আরও জনপ্রিয় ও সম্প্রসারিত হয়। জপমালা প্রার্থনা করার সাথে যিশুর জীবনের প্রধান-প্রধান ঘটনা ধ্যান করি। মাতা মণ্ডলী মারীয়ার আদর্শকে সামনে রেখে যিশুর সাথে পথ চালার ও তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশনা দেন। জপমালা প্রার্থনা দিন-দিন ভক্ত মানুষের জীবনে জনপ্রিয় ও অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম হয়ে উঠছে।

২২) ধন্যা কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব (The Immaculate Conception of the Virgin Mary):

৮ ডিসেম্বর, মহাপর্ব

মানব মুক্তির ইতিহাসে পিতা পরমেশ্বর যুগে যুগে বিভিন্ন মানুষকে আহ্বান করেছেন তাঁর কাজের পূর্ণতা দিতে। মারীয়া ছিলেন অতি সাদামাটা এক গ্রাম্য বালিকা যাকে তিনি বেছে নিয়ে মুক্তিদাতা যিশুর মা হওয়ার জন্য আগে থেকেই মনোনীত করে রেখেছিলেন।

মারীয়া ছিলেন অপাপবিদ্ধা, মৌলিক কলঙ্ক থেকে মুক্ত ও চিরনির্মলা। তিনি লুর্দ নগরে দর্শনদানের মাধ্যমে নিজেকে 'অমলোদ্ভবা' বলে পরিচয় দেন। মহাচার্য আইরিনিয়াস (১৩০-২০০) বলেছেন: "মারীয়া হলেন, 'নবীনা হবা'। সৃষ্টির ঊষাকালে সৃষ্টিকর্তা প্রথম হবাকে জীবন দান করেছিলেন, তিনি যেন সেই জীবন সম্প্রদান করে মানবজাতির জননী হয়ে ওঠেন; তেমনি মানব-পরিত্রাণ পর্বের প্রারম্ভে পরমেশ্বর, 'নবীনা হবা' অর্থাৎ মারীয়াকে দান করেছিলেন সেই নবজীবন, সেই পরম পবিত্র, মারীয়া যেন সকল ঈশ্বর-সন্তানের জননী হতে পারেন।" পোপ নবম পিউস *(১৮৪৬-১৮৭৮)* তাঁর Ineffabilis Deus নামক অনুশাসন পত্রের মধ্যে মারীয়ার নিষ্কলঙ্ক গর্ভধারণের ধর্মীয় তত্ত্বটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে লরেতর স্তবে মারীয়া "আদি পাপশূন্য গর্ভস্থা রাণী: আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর" সংযোজন করা হয়। অমলোদ্ভবা মারীয়াকে আমেরিকার প্রতিপালিকা হিসেবে মনোনীত করা হয় ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে বালটিমোরের অধিবেসনের মাধ্যমে। পোপ নবম পিউস কর্তৃক 'অমলোদ্ভবা' বিশ্বাসতত্ত্বটি ঘোষণার ৪ বছর পর মারীয়া লুর্দ নগরে দর্শনদানে নিজের পরিচয়ে বলেন "আমি অমলোদ্ভবা" এই পরিচয় দানের মাধ্যমে মারীয়া তত্ত্বটির সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেন। (চলবে)

বন্ধু আমার

সংগ্রামী মানব

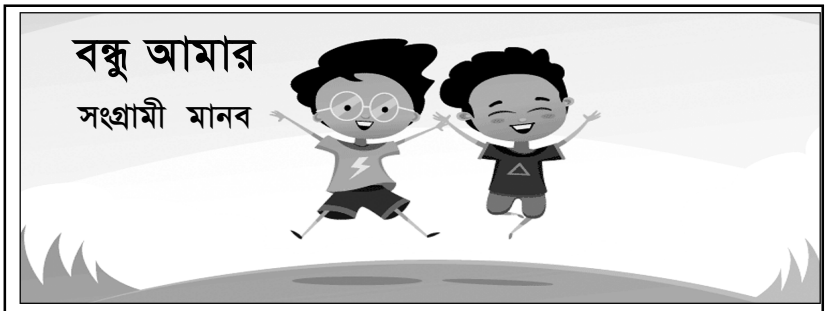

দুজন খুব ভালো বন্ধু। একজনের নাম সাম্য এবং অন্যজন অভিক। দুজন বন্ধু মিলে একদিন সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে গেল। সারাদিন অনেক আনন্দ করল। দিনশেষে তারা একে-অন্যকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমরা দুজন খুব ভাল বন্ধু। সাম্য বলল, আর কিছুক্ষণ পরতো আমরা এখান থেকে চলে যাবো তাই চল আমরা দুজন কিছু একটা তৈরি করে আনন্দ করি। অভিক বলল, ঠিক বলেছ, তবে কি করব। সাম্য বলল, তোমার যা ইচ্ছে কিন্তু করতে হবে আলাদা জায়গায়, তৈরি করা শেষ হলে আমরা একে-অন্যেরটা একসাথে দেখবো। অভিক বলল, ঠিক আছে। অতপর তারা দুজনই আলাদাভাবে বিশেষ উপহার তৈরি করতে আরম্ভ করল। কাজ করা শেষ হলে তারা দুজন একত্রিত হল। প্রথমেই সাম্য তার কাজটি দেখানোর জন্যে অভিককে নিয়ে গেল। অভিক দেখতে পেল তাদের দুজনার নাম পাথরের গায়ে সুন্দর করে লেখা রয়েছে, নিচে লেখা আছে বন্ধুত্ব। এত সুন্দর কাজ দেখে তারা দুজনই অনেক খুশি হল। এবার অভিক তার কাজটি দেখানোর জন্যে সাম্যকে নিয়ে গেল। অভিক তার কাজটি দেখিয়ে বলল ওটা আমি করেছি। আমাদের দুজনার নাম আমি বালুর ওপর লিখেছি। তারা দুজন অবাক হয়ে দেখতে লাগল। কত সুন্দরই না দেখাচ্ছে। তারপর হল কি একটা বড় ঢেউ এসে অভিকের করা কাজ বালুর সাথে পুনরায় মিশিয়ে দিল। কাজটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। পরমুহূর্তে অভিক কাঁদতে লাগল। সাম্য অভিককে জড়িয়ে ধরে বলল, আমাদের বন্ধুত্ব টিকে থাকবে আজীবন, তুমি কেঁদো না।

প্রিয় বন্ধুরা আজকের এই গল্প থেকে তোমরা কি শিখলে?। দেখলে তো বন্ধুত্ব কেমন হওয়া প্রয়োজন। তাই তোমরাও তোমাদের বন্ধুদের সাথে ভাল বন্ধুত্ব তৈরি কর যা হবে আজীবনের বন্ধুত্ব॥ ❑

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

ম্যানি পেরেরা
সেন্ট ভিনসেন্ট ডি'পল প্রাইমারী স্কুল
১ম শ্রেণি

ধন্যা হে মাদার তেরেজা

বাণী ম্যাগডেলিন রোজারিও

ঈশ্বরের মহান সেবিকা হয়ে তুমি এলে এ ধরাতে
সকল মানুষকে ভালেবেসে টেনে নিলে কাছেতে,
কাজ করে গেছো একাগ্রচিত্তে
পিছপা হওনি কোনো বৃত্তে।
দুঃখ-যন্ত্রণায় পড়োনি কোনদিন ভেঙ্গে
নিয়োজিত রেখেছ নিজেকে মণ্ডলীর সঙ্গে,
অভাবী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলে তুমি
মান-অভিমান ভুলে নিজেকে জড়িয়েছিলে সেবাতে।
প্রত্যেক মানুষকে দিয়েছিলে সমান গুরুত্ব
ভেদাভেদ করোনি তো কারো দূরত্বে,
নিয়মের বেড়াজালে নিজেকে রেখেছিলে আবৃত
প্রতিনিয়ত অন্যকে দিয়েছিলে সুচিন্তিত
মতামত।
আলোকিত মানুষ হয়ে গড়েছিলে সন্ন্যাস জীবন
অন্যায় অধর্মের মাঝে বিছিয়েছিলে
নৈতিকতার জীবন,
জীবনের পাল তুলে এগিয়েছিলে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে
সকল ব্যথা-বেদনা আঁকড়ে ধরে এগিয়ে
নিয়েছিলে নিজেকে আধ্যাত্মিকে।
মহান হে সেবিকা ভালোবাসি তোমায়
স্বর্গে ও মর্তে একাগ্রতায়॥

ঈশ্বর জননী

সৌমিক মোল্লা

ঈশ্বর জননী এ সত্য প্রমাণ
তুমি পেয়েছ স্বর্গের সম্মান।
গর্ভে ধারণ করলে প্রভুর বাণী
মাগো তুমি ঈশ্বর জননী।

শিশু যিশুকে করেছ লালন
তুমি পিতা ঈশ্বরের স্নেহভাজন।
পুণ্যময়ী মা তোমার হয় না তুলনা
ঈশ্বর জননী তুমি যুগে-যুগে ধন্যা।

দয়াময়ী মা, তুমি শক্তিমতি
ত্রাণকর্তার মা, তুমি মানবের গতি
আমরা তোমার অযোগ্য সন্তান
ঈশ্বর জননী কৃপা কর দান॥

কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (কর্মসূচী) পদে পরিবর্তন

বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক
ফ্রান্সিস অতুল সরকার

নব নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক
রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও

নব নিযুক্ত পরিচালক (কর্মসূচী)
জেমস গোমেজ

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ▮ গত ১৪ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কারিতাস সাধারণ পরিষদের ১০২তম সভায় রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিওকে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও, ফ্রান্সিস অতুল সরকারের স্থলাভিষিক্ত হলেন যিনি কারিতাসে চার বছর নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালনসহ দীর্ঘ ৩০ বছরের নিবেদিত কর্মজীবন শেষে ৩১ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। একই সভায় জেমস গোমেজ (আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল)-কে পরিচালক (কর্মসূচী) পদে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও-র স্থলাভিষিক্ত হলেন।

গত ৩১ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে কারিতাসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ভাইস প্রেসিডেন্ট রেভা: ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু, সেক্রেটারী সিস্টার পলিন গমেজ সিএসসি, কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিসের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক রেভা: ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু, কারিতাস লুক্সেমবার্গের বাংলাদেশ প্রতিনিধি সুভাস সাহা। এছাড়াও কারিতাস কেন্দ্রীয়, ট্রাস্ট, আঞ্চলিক, প্রকল্প পরিচালকবৃন্দসহ কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিসের সিনিয়র কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য কারিতাসের সকল কর্মীদের জন্য অনুষ্ঠানটি জুমের মাধ্যমে অনলাইনে সম্প্রচার করা হয়।

বাম থেকে ডানে : দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও, বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ফ্রান্সিস অতুল সরকার এবং জেমস গোমেজ।

ফ্রান্সিস অতুল সরকার কারিতাসের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন কমিশনের সাথে যুক্ত থেকে মণ্ডলীর কাজে বিশেষ অবদান রেখেছেন। বর্তমানে তিনি এপিসকোপাল কমিশন ফর থিওলজিক্যাল কনসার্ন-এর সদস্য হিসেবে এর সাথে যুক্ত আছেন।

রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কারিতাসের ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপালন করেন। সর্বশেষ তিনি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস হতে পরিচালক (কর্মসূচী) পদে কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিসে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এলএলবি ও ইতিহাসে মাস্টার্স ডিগ্রী এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। কারিতাসে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি এপিসকোপাল কমিশন ফর জাস্টিজ অ্যাণ্ড পিস-এর উপদেষ্টা, এপিসকোপাল ইয়ুথ কমিশনের নির্বাহী সদস্য এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সমন্বয় কমিটির সচিব হিসেবে প্রায় ১০ বছর যাবত দায়িত্ব পালন করছেন।

জেমস গোমেজ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কারিতাসে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পদোন্নতি পেয়ে তিনি কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত সে পদেই বহাল থাকেন। এছাড়াও তিনি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টা কমিশনের সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমরা কারিতাস পরিবারের পক্ষ থেকে বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক ফ্রান্সিস অতুল সরকারকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং নব নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও ও নব নিযুক্ত পরিচালক (কর্মসূচী) জেমস গোমেজকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন॥

জলছত্র কর্পোস খ্রীস্টি ধর্মপল্লীতে মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্ব পালন

মারীয়া চিরান ▮ গত ১৫ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে রোজ শনিবার মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। সম্মেলনের প্রারম্ভে মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করে মায়ের মাথায় রুপার মুকুট পরিয়ে দেন পাল-পুরোহিত ফাদার ডনেল ক্রুশ সিএসসি। এরপর তিনি প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সেমিনার শুরু করেন। তারপর সেনাসংঘের সভানেত্রী মারীয়া চিরান সকলের উদ্দেশে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও স্বর্গোন্নয়ন পর্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যের পরে দিনের প্রধান বক্তা সিস্টার লিন্ডা গমেজ তার ব্যক্তি জীবনে মা মারীয়ার ভূমিকা ও অনুগ্রহের বিষয়ে সহভাগিতা করেন। দুপুর ১২টার সময় ফাদার ডনেল খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। পরে দুপুরে আহারের মধ্যদিয়ে উক্ত দিনের সেমিনার শেষ করা হয়। উল্লেখ্য এতে প্রায় ৮০জন সেনাসংঘের ভগিনী ও ফাদার, সিস্টারগণ অংশগ্রহণ করেন॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্ব ও জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন

ওয়েলকাম লম্বা ▮ ১৫ আগস্ট, শনিবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, সিলেট ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত জাফলং ধর্মপল্লীতে কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্ব এবং একই সাথে জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৯টায় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে ১জন ফাদার ও ৮৫জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। খ্রিস্টযাগের শুরুতে মাল্যদান ও ধূপারতির মধ্যদিয়ে মাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। খ্রিস্টযাগে সকল খ্রিস্টভক্তদের জন্য, দেশের জন্য এবং সকল মায়েদের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হয়। খ্রিস্টযাগে ফাদার তার উপদেশে বলেন, কুমারী মারীয়া মুক্তির পরিকল্পনায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন বিশেষত তাঁর নম্রতা ও বাধ্যতার জন্য এ কাজ সম্ভব হয়েছে। খ্রিস্টযাগের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুলের মধ্য

দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তারপর নকশিয়া পুঞ্জির প্রধান ওয়েলকাম লম্বা জাতির জনকের অবদানের ওপর স্মৃতিচারণ করেন। জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত দেশকে ভালবাসা ও সেবা করার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন- খাসিয়া ভাষার সাথে-সাথে আমরা যেন বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেই এবং অন্যান্য ভাষাও শিখি। দেশকে সেবা করার জন্য আমরা নিজেরা যেন এগিয়ে যাই এবং আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকেও যেন উদ্বুদ্ধ করি। যোশুয়া খংলা এই পর্ব দিবস এবং জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। পরে দুপুর ১টায় এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

বরিশালে বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা উপহারসামগ্রী বিতরণ

ইভা রোজলিন গমেজ ▮ গত ১৫ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার "জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে কাথলিক ইয়ুথ সার্কেল অব বরিশাল (সিওয়াইসিবি) যুব সংগঠন থেকে ৪০টি পরিবারের জন্যে প্রয়োজনীয় শুভেচ্ছা উপহারসামগ্রী তুলে দেয়া হয়। উক্তদিনে সকাল ৯টায় বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা। সহযোগিতা করেন ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার লরেন্স লেকাভালিয়ে গোমেজ ও ফাদার অসীম গনসালভেস সিএসসি।

খ্রিস্টযাগ শেষে যুব সংঘের সভাপতি অমিত রায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে থাকে গান পরিবেশন ও উক্ত দিনের তাৎপর্য ব্যাখা। এরপর উপস্থিত ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও সংঘের স্বেচ্ছাসেবকগণের সহায়তায় ৪০টি পরিবারকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য যুব সংঘের উপদেষ্টা ফাদার লরেন্স লেকাভালিয়ের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবীরা বরিশাল ধর্মপল্লীর দয়ালু দাতাগোষ্ঠীর নিকট থেকে অর্থসাহায্য সংগ্রহ করে শুভেচ্ছা উপহার এর আয়োজন করে॥

বানিয়ারচর বিসিএসএম ইউনিট এর ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান-২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মানিক ও পাপিয়া বৈরাগী ▮ গত ১৭ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিসিএসএম বানিয়ারচর ইউনিট এর ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল প্রদীপ প্রজ্বলন এবং প্রার্থনা। তারপর ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গোমেজ-এর প্রার্থনার মধ্যদিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গোমেজ তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, বানিয়ারচর বিসিএসএম তাদের এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে যেন প্রতিজ্ঞা নেয় যাতে তারা আরো সক্রিয়ভাবে ধর্মপল্লীর পালকীয় কাজে সহায়তা দিতে পারে এবং যে মিশন-ভিশন রয়েছে তা যেন ঠিক রাখতে পারে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভুদান বৈরাগী, হারুলতা শিপ্রা মোহন্ত (ইউপি মেম্বার), এসএমআরএ সিস্টারগণ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। বিসিএসএম সদস্যদের উদ্দেশে "খ্রিস্টীয়ও মূল্যবোধ ও নৈতিকতা" এই মূল বিষয়ের ওপর সহভাগিতা করেন হিউবার্ট বৈরাগী। এরপর বিসিএসএম বানিয়ারচর ইউনিটের ইতিহাস ও বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর স্লাইড সো প্রর্দশন করে মানিক বৈরাগী। পরিশেষে বানিয়ারচর বিসিএসএম বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যা আগামী এক বছরে বাস্তাবায়ন করবে বলে প্রতিজ্ঞা নেয়॥

খাগড়াছড়িতে প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম কস্তার চল্লিশা পালন

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ ▮ খাগড়াছড়ি প্রেরিতশিষ্য সাধু যোহনের ধর্মপল্লীতে প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম কস্তার চল্লিশা গত ২১ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার খাগড়াছড়ির কুলিপাড়ায় এবং সদর খাগড়াছড়িতে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি পালন করে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভক্তিভরে পালন করা হয়।

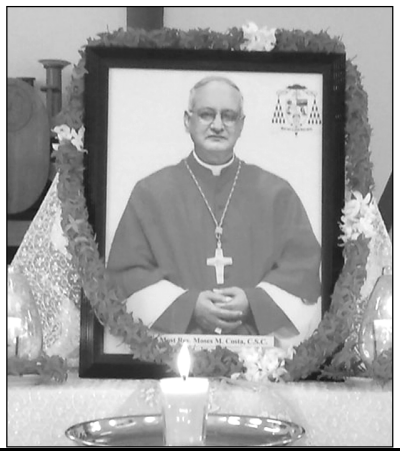

প্রয়াত আর্চবিশপ এর চল্লিশা স্মরণসভায় মাস্টার জ্ঞানরঞ্জন চাকমা তার সহভাগিতায় বলেন, আমাদের প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস কস্তা খ্রিস্টীয় জীবনের পথ নির্দেশিকায় ক্ষুদ্র খ্রিস্ট সমাজের কাঠামো এবং প্রার্থনা জীবনের পরিবেশ সুগম করতে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এবং এখানে একটি পাকা গির্জা নির্মাণ করেন।

পরে সিস্টার সেমিতা নকরেক সিএসসি বিকাল ৪:৩০ মিনিটে রোজারীমালা প্রার্থনা করেন। এরপর ছিল স্মৃতিচারণ পর্ব। এদিনের পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার রবার্ট গনসালভেছ।

উল্লেখ্য প্রয়াত আর্চবিশপ-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে মাটিরাঙ্গা, চেলাছড়া, ও স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ সদর খাগড়াছড়ির গির্জায় অংশগ্রহণ করেন। সবাই প্রার্থনাপূর্ণ স্মরণসভায় আর্চবিশপের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শোভাযাত্রা করে আর্চবিশপের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সর্বশেষে টিফিনের মধ্যদিয়ে চল্লিশা সম্পন্ন করা হয়॥

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGORI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/24, Amended: 55/14)

সূত্র: [illegible] তারিখ: [illegible] খ্রীষ্টাব্দ

সংশোধনী পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ক্র.নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন	যোগ্যতা
১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১ জন	[illegible]	[illegible]	পুরুষ/ মহিলা	[illegible]	[illegible]

শর্তাবলী

১. [illegible]
২. [illegible]
৩. [illegible]
৪. [illegible]
৫. [illegible]
৬. [illegible]
৭. [illegible]
৮. [illegible]
৯. [illegible]
১০. [illegible]
১১. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

২০২০ খ্রিস্টাব্দ 'ঈশ্বরের সেবক' থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী

'ঈশ্বরের সেবক', থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে ধন্য শ্রেণীভুক্তকরণের ও তাঁর মাধ্যমে অনুগ্রহ লাভের প্রার্থনা

হে প্রভু, তোমার বিনম্র সেবক, আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে তুমি মণ্ডলী ও বাংলাদেশের জনগণের জন্য দান করেছ - তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি দুঃখ-যন্ত্রণা, বঞ্চনা ও যুদ্ধের সময় তোমার জনগণকে পরিচালিত করে অন্ধকার ও মৃত্যু-ছায়ায় পতিত জনদের জন্য দিনের তারা হয়েছেন।

তোমার প্রতি তাঁর ভক্তি ও সবার প্রতি তাঁর দয়ার কথা স্মরণ করে অনুনয় করি, তাঁর মধ্যস্থতায় আমরা যেন (যা চাই, তা স্মরণ করি) আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারি।

হে প্রভু, তোমার নামের গৌরবার্থে তোমার সেবককে ধন্য বলে মহিমান্বিত কর; তাঁর প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি কর; এবং তাঁর জীবনের আদর্শ অনুসরণ করতে আমাদের অনুপ্রাণিত কর। – আমেন।

পরিচালক ঃ অমলোদ্ভবা মা মারীয়া
সকলে ঃ আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর
পরিচালক ঃ সাধু যোসেফ
সকলে ঃ আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর

'ঈশ্বরের সেবক'
থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পড়ুন
ঈশ্বরের সেবক
থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী
বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব বইটি।
বইটির গ্রন্থস্বত্ব আর্চবিশপ টি.এ. গাঙ্গুলী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর হলেও প্রতিবেশী প্রকাশনীর সকল বিক্রয়কেন্দ্র হতে তা সংগ্রহ করতে পারবেন।

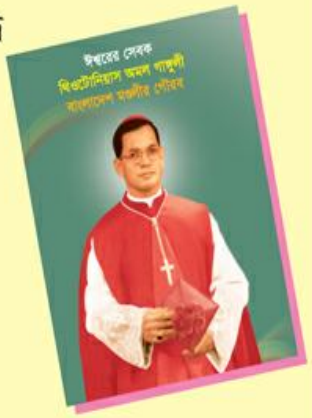

বিস্তারিত তথ্য এবং আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মাধ্যমে কোন ফল/অনুগ্রহ লাভ করে থাকলে, তা আর্চবিশপ হাউজ, ১নং কাকরাইল রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৩৫৮২৪৭-এ জানানোর অনুরোধ করছি।

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 32
Regd. No. DA-33
❖ 6 - 12 September, 2020 , ২২ - ২৮ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**